পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

আহমদী

"মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মাদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব-সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।"
—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

সম্পাদক :— এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩২শ বর্ষ : ৩ ও ১৪শ সংখ্যা

১৪ই অগ্রহায়ণ, ১৩৮৫ বাংলা : ৩০শে নভেম্বর, ১৯৭৮ ইং : ২৮শে জিলহজ্জ, ১৩৯৮ হিঃ

বার্ষিক : চাঁদা বাংলাদেশ ও ভারত : ১৫'০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : ২½ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক আহ্‌মদী — ৩০শে নভেম্বর ১৯৭৮ ইং — ৩৭শ বর্ষ — ১৩ ও ১৪শ সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
০ তফসীরুল-কুরআন : সূরা আল-কওসার	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) ভাবানুবাদ : মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর, বাঃ আঃআঃ	১
০ হাদিস শরীফ : 'সফর ও মেলামেশার রীতি'	অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৫
০ অমৃতবাণী : 'কুধারণা এক মারাত্মক ব্যাধি'	হযরত ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ মওউদ (আঃ) অনুবাদ : আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	৮
০ আন্তর্জাতিক খোদ্দামুল আহমদীয়ার বার্ষিক ইজতেমায় উদ্বোধনী ও সমাপ্তি ভাষণ (জুমার খুৎবার জন্য)	হযরত আমিরুল মুমেনীন খলিফাতুল মসীহ সালেস অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	১৪
০ আন্তর্জাতিক আনসারুল্লাহর বার্ষিক ইজতেমায় উদ্বোধনী ও সমাপ্তি ভাষণ	হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস অনুবাদ : আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	
০ ঈদুল আজহা (কবিতা)	চৌধুরী আব্দুল মতিন	২১
০ হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সত্যতা	মূল : হযরত মুসলেহ মওউদ খলিফা সানী (রাঃ) অনুবাদ : মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	২২
০ মোহরের অর্থ ও উদ্দেশ্য	মাজাহারুল হক	২৫
০ বাঃ আনসারুল্লাহর বার্ষিক ইজতেমা	নাযেম আ'লা, বাঃ আঃ আঃ	২৬
০ কায়রো-বিতর্ক	হযরত আবুল আতা জলন্ধরী (রাঃ)	২৭
০ প্রশ্নোত্তর	মোহতারম মৌঃ মোহাম্মদ সাহেব	২৮
০ খোদ্দাম ইজতেমার পুরস্কারপ্রাপ্তদের তালিকা	বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া	৩১

বিশেষবিজ্ঞপ্তি

সকল পাঠক-পাঠিকার সমীপে বিশেষ আবেদন এই যে, পাক্ষিক আহমদী পত্রিকার চলতি বৎসরে ছয় মাস গত হইতে চলিয়াছে, অথচ আশানুরূপ চাঁদা আসিতেছে না। কাহারও কাহারও ২/৩ বৎসরের পর্যন্ত বকেয়া পড়িয়াছে। অনুগ্রহ পূর্বক স্ব স্ব চাঁদা অত্র অফিসে সত্বর পাঠাইয়া বাধিত করিবেন, অন্যথায় আমরা চাঁদা অনাদায়কারীদের নামে পত্রিকা বন্ধ করিয়া দিতে বাধ্য হইব।

ম্যানেজার
পাক্ষিক আহমদী
৪, বকশী বাজার রোড, ঢাকা।

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ের ৩২ বর্ষ : ১৩শ সংখ্যা

২৮শে কার্ত্তিক, ১৩৮৫ বাংলা : ১৫ই নভেম্বর, ১৯৭৮ ইং : ১৫ই নবুয়তা, ১৩৫৭ হিজরী শমসী :

'তফসীরে কোরআন'—

সুরা কাওসার

(হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)-এর 'তফসীরে কবীর' হইতে সূরা কওসারের তফসীর অবলম্বনে লিখিত)—মৌঃ মোহাম্মদ, আমীর, বাঃ আঃ আঃ

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) বলিয়াছেন, একদা কিছু লোক কাদিয়ানে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসে। তাঁহাদের মধ্যে মিঃ লুকাস নামে এক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সে সময়ে ফোরম্যান খ্রীশ্চিয়ান কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন। পরে হিন্দুস্থানী ছাত্রগণ বিক্ষোভ করে যে তাহারা ইংরাজ প্রিন্সিপ্যাল চাহে না। সেইজন্য তাহার জায়গায় মিঃ দত্ত নিয়োজিত হন। তাঁহাদের সঙ্গে মিঃ হিউমও ছিলেন। তিনি ওয়াই-এম-সি-এর সেক্রেটারী ছিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে মিঃ ওয়াল্টারও ছিলেন। তিনি তাঁহাদের লিটারারী সেক্রেটারী ছিলেন। তাঁহারা আমাকে কতকগুলি প্রশ্ন করেন, যাহার আমি এমন উত্তর দিই যে তাঁহারা লজ্জিত হন। পরে মিঃ লুকাস সিংহলে গিয়া এক বক্তৃতা করেন, যাহার মধ্যে তিনি বলেন যে, খৃষ্ট ধর্ম এবং ইসলামের মধ্যে যে যুদ্ধ চলিতেছে, উহার ফয়সালা কোন বড় শহরে হইবে না, বরং এক ছোট গ্রামে হইবে, যাহার নাম কাদিয়ান।

আমি তখন ছোট ছিলাম। আমার বয়স ১৫/১৬ বৎসর। আমি স্বপ্নে দেখিলাম যেন একটি কৌটা আছে। উহার উপর কোন কিছু একটা পড়ায়, উহার মধ্য হইতে টন করিয়া শব্দ বাহির হইল। অতঃপর সেই শব্দ ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। অতঃপর উহা আকার ধারণ করিল এবং একটি ফ্রেমে পরিণত হইল। অতঃপর উহার মধ্যে একটি ছবি ফুটিয়া উঠিল। অতঃপর ঐ ছবি স্পন্দিত হইতে লাগিল এবং পরিশেষে উহার মধ্য হইতে এক জীবন্ত মূর্তি বাহির হইয়া আসিয়া আমার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। তিনি বলিলেন, "আমি খোদাতায়ালার ফেরেস্তা। আমি আপনাকে সুরা ফাতেহার তফসীর শিখাইতে আসিয়াছি।" আমি বলিলাম, "শিখান।" তিনি আমাকে সুরা ফাতেহার তফসীর শিখাইতে আরম্ভ করিলেন। তিনি যখন ايّاك نعبد و ايّاك نستعين আয়াতে পৌঁছিলেন, তখন বলিলেন, "অদ্যবধি

যত তফসীর লেখা হইয়াছে, উহা এই পর্যন্ত। ইহার আগে কেহ বাড়ে নাই। আমি কি আপনাকে আরও আগে শিখাইব?" আমি বলিলাম, "হ্যাঁ"। তদনুযায়ী তিনি আমাকে পরবর্তী আয়াতগুলিরও অর্থ শিখাইলেন। এ স্বপ্ন আমি যখন দেখি, তখন আমার বয়স ১৫/১৬ বৎসর। এখন আমার বয়স ৪৪ বৎসর। এ যাবৎ আল্লাহতায়ালা আমাকে সুরা ফাতেহা হইতে যে জ্ঞান দিয়াছেন, আমি উহার সাহায্যে খোদাতায়ালার ফজলে অপর যে কোন ধর্মের অসারতা প্রতিপন্ন করিতে পারি। আমার আরও দাবী এই যে সুরা ফাতেহার মাধ্যে দুনিয়ার সর্বপ্রকার অর্থনৈতিক থিওরীর জবাব আছে, সে বলশেভিজ্‌মই হউক অথবা কেপিটালিজ্‌ম।

আমার এ স্বপ্ন আমি বাল্যকালেই লোকদের শুনাইয়াছিলাম এবং বলিয়াছিলাম যে খোদাতায়ালা আমাকে সুরা ফাতেহার তফসীর শিখাইয়াছেন। একবার আমি অমৃতসর গিয়াছিলাম। সেখানকার খালসা কলেজের ছাত্রদের সহিত আমাদের স্কুলের ছাত্রদের ম্যাচ হইয়াছিল। উহাতে আমরা অমৃতসরের খালসা কলেজকে পরাজিত করি। আমাদের ছেলেরা ভাল ফুটবল খেলওয়াড় ছিল। যদিও লোকেরা আহ্‌মদীয়াতের বিরুদ্ধবাদী ছিল, তবু খেলার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ফেরকা এক হইয়া যায় যখন আমাদের টিম শিখগণকে হারাইয়া দিল, তখন সেখানে উপস্থিত অপরাপর মুসলমানগণও খুশী হইল। আঞ্জুমনে ইসলামীয়া অমৃতসর আমাদিগকে এক পার্টি দিল। আমি এই টিমে শামিল ছিলাম না। আমি কেবল ম্যাচ দেখিতে গিয়াছিলাম। অবশ্য আমিও ছাত্র ছিলাম। পার্টির সকলে আমাকে ধরিল, "আপনি একটি বক্তৃতা দেন।" ইহার পূর্বে আমি কখনও আম মজলিসে বক্তৃতা করি নাই। মাদরাসায় কোন কোন সময়ে বক্তৃতা করিয়াছি। কিন্তু এখানে অনেক বড় বড় লোক উপস্থিত ছিলেন, এবং শহরের প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন। সেইজন্য আমি আপত্তি করিলাম যে, আমি প্রস্তুত নহি। সকলে বলিল, 'আপনি যে কোন বিষয়ে হউক কিছু একটা বলুন'। আমি তখন দোওয়া করিলাম, 'হে খোদা! তুমি আমাকে ফেরেস্তার দ্বারা সুরা ফাতেহার তফসীর শিখাইয়াছ, এবং ইহার তাৎপর্য এই যে, সদা এই সুরার নুতন নুতন অর্থ আমার নিকট প্রকাশিত হইবে এবং আমি উহা মানুষদের শুনাইব। এখন আমার পরীক্ষার সময়। তুমি আপন ফযল দ্বারা এখন আমাকে এমন এক মজমুন শিখাও, যাহা ইতিপুর্বে কাহারও জ্ঞানগোচর হয় নাই।' এই দোওয়ার পর আমি বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করিলাম। সহসা খোদাতায়ালা আমার মস্তিষ্কে এক মজমুনের উদয় করিলেন, যাহা ইতিপুর্বে কোন তফসীরে আসে নাই। আমি বলিলাম, "খোদাতায়ালা কুরআন করীমে আমাদিগকে দোওয়া শিখাইয়াছেন, 'হে খোদা! আমরা যেন অভিশপ্ত বা পথভ্রষ্ট না হই'। ইহুদীগণ হইল অভিশপ্ত এবং খৃষ্টানগণ পথভ্রষ্ট। সুতরাং এই দোওয়ার অর্থ হইবে, 'হে খোদা! তুমি আমাদিগকে ইহুদী ও খৃষ্টাদগণের অনুগমন হইতে রক্ষা কর। সকলেই জানেন, যে সব সুরা মক্কায় নাযেল হইয়াছিল, উহাদের মধ্যে ইহা অন্যতম। ইহা এক আশ্চার্য

ব্যাপার যে এই সুরার নযুলের সময়ে ইহুদী বা খৃষ্টানগণ আঁ-হযরত (সাঃ)-এর বিরোধী ছিল না। তাঁহার বিরোধী কেবল মক্কার মুশরেকগণ ছিল। তখনকার পরিস্থিতি অনুযায়ী তাঁহাকে এই দোওয়া শিখান উচিৎ ছিল যে, 'হে খোদা! আমাদিগকে মুশরেক বানাইও না।' কিন্তু কুরআন ইহার পরিবর্তে এই দোওয়া শিখাইতেছে যে, 'আমাদিগকে ইহুদী বা খৃষ্টান বানাইও না।' ইহার মধ্যে কি রহস্য আছে? তখন ইহুদী ও খৃষ্টানগণের নাম-গন্ধও ছিল না। তখন মুশরেকগণই মক্কায় শক্ত বিরুদ্ধাচরণ করিতেছিল। অথচ তাহাদের নাম উল্লেখ করা হইল না কেন? ইহার মধ্যে এই রহস্য ছিল যে, কুরআন করীমের নাযেল কর্তা সর্বজ্ঞ। তিনি তাঁহার অসীম জ্ঞানে জানিতেন যে, মক্কাবাসীদের ধর্ম অচিরেই চিরতরে বিলুপ্ত করিয়া দেওয়া হইবে। সুতরাং যে ধর্মের অস্তিত্ব থাকিবে না, উহার কবল হইতে রক্ষা লাভের জন্য দোওয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না কিন্তু যে ধর্ম বাকি থাকিবে এবং যাহার সহিত রুহানী বা জাগতিকভাবে মোকাবেলা হওয়া নির্দিষ্ট ছিল, উহার সম্বন্ধেই দোওয়া শেখান হইয়াছিল। সুতরাং মুশরেকগণের অনুল্লেখ ও ইহুদী ও খৃষ্টানগণের উল্লেখ দ্বারা এই ভবিষ্যৎবাণী করা হইয়াছে যে, মক্কাবাসীদের ধর্ম থাকিবে না এবং ইহুদী ও খৃষ্টানগণের ধর্ম থাকিবে। পরবর্তী ঘটনা ইহা সাব্যস্ত করিয়া দিয়াছে। আঁ-হযরত (সাঃ)-এর নবুওত জীবনের প্রারম্ভেই আল্লাহতায়ালা এই সুরার দ্বারা মক্কার মুশরেকগণের চূড়ান্ত বিপর্যয়ের ঘোষণা করেন এবং ইহাও হুঁশিয়ার করিয়া দেন যে ভবিষ্যতে ইহুদী ও খৃষ্টানগণ ইসলামের শক্ত দুশমনী করিবে এবং মুসলমানগণের সহিত তাহাদিগের মোকবেলা সুদীর্ঘ হইবে। সেই জন্য কুরআন করীম তাহাদিগের কবল হইতে বাঁচার দোওয়া শিখাইয়াছে। এইভাবে সুরা ফাতেহার মধ্যেই কুরআন করীমের সত্যতার জবরদস্ত প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে" প্রয়োজন মুহূর্ত আল্লাহতায়ালা আমাকে মজমুন শিখাইয়া দেন। আমার দাবী এই যে, কেহ কোন আপত্তি করিলে, আমার যদি অন্য কোন আয়াত তখন স্মরণ না হয়, আমি সুরা ফাতেহার সাহায্যে তাহাকে অকাট্য জবাব দিয়া দিব। ইহাই সেই খাজানা, যাহা হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) আমাদিগকে দিয়াছেন, যাহা দিয়া আমাদের ঘর ভরিয়া গিয়াছে। পরিতাপের বিষয় মুসলমানগণ এই দৌলত কবুল করিতে অস্বীকার করিয়াছে।

আলোচ্য মজমুনের সমর্থনে চতুর্থ প্রমাণ হইল এই যে, আল-কওসার আয়াতের শব্দগুলি বলিয়া দিতেছে যে, আগমনকারী মহাপুরুষ আঁ-হযরত (সাঃ)-এর রুহানী পুত্র হইবেন। কারণ اعطينك "আমি তোমাকে দিব" কথাগুলির অর্থ ইহাই। আঁ-হযরত (সাঃ)-এর কালামের মধ্যেও তাঁহার এক রুহানী পুত্র লাভের সুসংবাদ দেখি। একদা হযরত সালেমান ফারসী (আঃ) আঁ-হযরত (সাঃ)-এর মজলিসে বসিয়াছিলেন। আঁ-হযরত (সাঃ) হযরত সালমান (রাঃ)-এর স্কন্ধে হাত রাখিয়া বলিলেন,

سلمان منا اهل البيت لو كان الايمان عند الثريا لنا له رجال او رجل من هؤلاء

অর্থাৎ সালমান আমার পরিবার ভুক্ত। যদি কোন সময়ে ঈমান সুরাইয়া নক্ষত্রে উঠিয়া যায়, তাহা হইলে তাহার খান্দানের একাধিক বা একজন লোক উহাকে নামায়াই আনিবে" (বুখারী)।

সালমান (রাঃ) ইরানী ছিলেন। তিনি রক্তের সম্বন্ধে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর বংশোদ্ভূত ছিলেন না। সুতরাং তাঁহাকে স্বীয় পরিবারভুক্ত বলিয়া তাঁহার সহিত রুহানী সম্বন্ধের ইঙ্গিত দিয়াছেন। পুনঃ তাঁহার বংশের লোক ঈমানকে সুরাইয়া নক্ষত্র হইতে নামাইয়া আনিবেন বলিয়া ইহাই জানাইয়াছেন যে, তাঁহার এক বা একাধিক রুহানী সন্তান এই কাজ করিবেন। যেহেতু ঈমান উঠিয়া যাওয়ার সময়ে মসীহ মওউদ ও ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আগমনের কথা, সুতরাং যে পারস্যবাসী মহাপুরুষের ঈমানকে দুনিয়ায় ফিরাইয়া আনার কথা, তিনিই শেষ যুগের ইমাম মাহদী হইবেন। কওসার আয়াতেও তাঁহার সুসংবাদ দেওয়া হইয়াছে, এবং তাঁহাকে নবী করীম (সাঃ)-এর রুহানী পুত্র বলা হইয়াছে। কেহ বলিতে পারে যে এই ভবিষ্যদ্বানীতে ইমাম মাহদী (আঃ)-এর খবর দেওয়া হইয়াছে এবং তাঁহাকে নবী করিম (সাঃ)-এর রুহানী পুত্র নির্ধারিত করা হইয়াছে। এমতাবস্থায় এই ভবিষ্যদ্বানী যখন ইমাম মাহদী (আঃ)-এর জন্য সাব্যস্ত হয়, তখন কওসার আয়াতকে কেন মসীহ মওউদ (আঃ)-এর জন্য প্রয়োগ করা হইতেছে? ইবনে মাজায় এক হাদীস আছে : لا مهدی الا عیسی

অর্থাৎ মাহদী ও (প্রতিশ্রুত) ঈসা একই ব্যক্তির দুই নাম। দুই পৃথক স্বত্বা নহেন। কওসার শব্দও ইহাই নির্দেশ করিতেছে যে, এক ব্যক্তি হইবেন আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন, انا اعطینك الکوثر "আমি তোমাকে এক ব্যক্তি দান করিব। একাধিক ব্যক্তি হইলে আয়াতটি এইরূপ হইত انا اعطینا ك الکوثرین

অর্থাৎ 'আমি তোমাকে কওসার রূপে দুই ব্যক্তি দান করিব।' সুতরাং ইবনে মাজার হাদীস ও কুরআন করীমের এই আয়াত দুই নামের এক ব্যক্তিকে সাব্যস্ত করিতেছে। এতদ্ব্যতিরেকে প্রতিশ্রুত মসীহকে মহাদাতা বলা হইয়াছে। মাহদীকে এ আখ্যা দেওয়া হয় নাই। সুতরাং কুরআনী ভবিষ্যদ্বানীতে যখন আঁ-হযরত (সাঃ)-এর রুহানী পুত্রকে মহা দাতা আখ্যা দেওয়া হইয়াছে এবং হাদিসেও মসীহ মওউদ (আঃ)-এর দান করার সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। সেইহেতু আগমনকারী এক ব্যক্তি হইবেন, দুই ব্যক্তি নহেন। অতঃপর আলোচ্য আয়াত দ্বারা ইহাও সাব্যস্ত হয় যে আগমনকারী আঁ-হযরত (সাঃ)-এর পুত্র হইবেন। বনি ইসরাইলী মসীহ আঁ-হযরত (সাঃ)-এর পুত্র নহেন। তিনি মুসায়ী সেলসেলার সহিত সম্বন্ধযুক্ত। এ কথার দ্বারা ইহাও প্রমাণ হয় যে, আগমনকারী আকাশ হইতে আসিবেন না। অতএব যখন আগমনকারী মসীহ যমীন হইতে আসিবেন, সুতরাং তাঁহাকে অপর ব্যক্তি কল্পনা করার কোন কারণ নাই। চতুর্থতঃ মাহদী সম্বন্ধেও বর্ণিত আছে যে, তিনি আকাশ হইতে আসিবেন। আঁ-হযরত (সাঃ) বলিয়াছেন : لذا لا رجل من فارس

অর্থাৎ তখন পারস্য বংশ উদ্ভূত এক ব্যক্তি ঈমানকে আকাশ হইতে নামাইয়া আনিবেন। এই হাদীস মাহদীর সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে। যখন ইসলামেও মাহদীকে আকাশ হইতে আসিবেন বলিয়া নির্ধারিত করিয়াছে, তখন দুই ব্যক্তির আগমনের প্রশ্ন উঠে না। আকাশ হইতে অবতরণের ধারণাই সব জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছিল। যখন মাহদীও আকাশে যাইবেন এবং সেখান হইতে ঈমান লইয়া অবতরণ করা সাব্যস্ত হইল, সুতরাং তাঁহাকেই মসীহ বলা হইবে।

(ক্রমশঃ)

হাদিস শরীফ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৪০। সফর এবং তৎসম্পর্কিত নীতি

২৬১। হযরত আবু সায়িদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন: "যখন তিন ব্যক্তি সফরে যায়, তখন তাহারা তাহাদের কোন এক জনকে আমীর মনোনীত করিবে।"

(আবু দাউদ, কেতাবুল জিহাদ, বাবু কাওমুন ইয়ুসাফেরুনা ইউমারুনা, ১ : ৩৫১ পৃঃ)

২৬৩। হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যখন সফরের সংকল্প নিয়া উটে আরোহণ করিতেন, তখন তিনবার আল্লাহু আকবর বলিতেন। অতঃপর এই দোয়া করিতেন:

"পবিত্র সেই সত্তা, যিনি ইহাকে আমাদের আজ্ঞাধীন করিয়াছেন। অথচ, ইহাকে কাবু রাখার ক্ষমতা আমাদের ছিল না। আমরা আমাদের রব, স্রষ্টা ও পালনকর্তা প্রভুর নিকট যাইব। হে আমাদের খোদা, আমরা তোমার নিকট আমাদের সফরে মঙ্গল এবং তোমার সর্বতঃ আশ্রয় (তাকওয়া) চাই। তুমি আমাদিগকে এমন সৎকর্মের তৌফিক (সামর্থ) দাও, যাহা তোমার পছন্দনীয়। হে আমাদের খোদা, তুমিই আমাদের এই সফর সহজ করিয়া দাও এবং ইহার দূরত্বকে লেপ্টাইয়া (কম ইয়া) দাও। অর্থাৎ ইহা শীঘ্রই শেষ হউক। খোদা আমাদের, তুমি সফরে আমাদের সাথী হও এবং পিছনে গৃহে তত্ত্বাবধায়ক হও। হে আমাদের খোদা, আমি তোমার আশ্রয় চাই প্রবলের কাঠিন্য হইতে, অপ্রীতিকর বিষয়-ব্যাপার ও উদ্বেগ সৃষ্টিকারী দৃশ্য হইতে এবং ধন-সম্পত্তি, পরিবার-পরিজনের মধ্যে কুফল সৃষ্টি হইতে এবং অশোভনীয় পরিবর্তন হইতে "

অতঃপর, যখন তিনি সফর (প্রবাস) হইতে প্রত্যাগমন করিতেন, তখন এই দোয়া করিতেন এবং তৎসঙ্গে এই বৃদ্ধি করিতেন: "আমরা প্রত্যাগমন করিয়াছি, তৌবা করিতে করিতে, তোমার দিকে মনোনিবেশ করিতে), ইবাদত গোযার (উপসনাকারী) রূপে, আমাদের প্রভু, আমাদের স্রষ্টা, পালনকর্তা ও চরম উন্নতিদাতা 'রবের' প্রশংসা স্তব করিতে করিতে।

('মুসলিম, কেতাবুল হজ্জ, বাবু মা ইয়াকালু ইযা রাকোবা ইলা সাফারিল হজ্জ, ১—১৫৯৬ পৃঃ)

২৬৪। হযরত সাখর বিন ওয়াদাতুল গামেদী সাহাবী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এই দোয়া করিতেন:

"হে আমার খোদা, আমার উম্মতকে প্রত্যুষে শীঘ্রই কাজ শুরু করায় বরকত দাও।"

কোন গুরুত্বপূর্ণ কার্য বা সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করিতে হইলে দিনের প্রথমাংশে করিতেন। এই হাদিসের বর্ণনাকারী (রাবি) এক ব্যবসায়ী সাহাবী ছিলেন। হুজুরের এই ইরশাদ অনুযায়ী তাঁহার পণ্যদ্রব্য দিবার প্রথমাংশে রওয়ানা করিতেন। তিনি সর্বদা লাভবান হইতেন, এবং খুবই লাভ হইত।) ('তিরমিযি, কেতাবুল বুয়ু, বাবুল তাব্কিরু বিৎতেজারাহ; ১ : ১৪৫)

২৬৫। হযরত কা'ব বিন মালেক রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আন্‌হু বলেন: "আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সফর হইতে প্রত্যাগমন করিলে প্রথম মসজিদে যাইতেন এবং সেখানে দুই রাকাত নামায পড়িতেন।"

("বুখারী, কেতাবুল মাগাযী, বাবু হাদিসু কা'ব বিন মালেক (রাযিঃ ; ২ : ৬৩৪ পৃঃ)

২৬৬। হযরত খাওলা বিনতে হাকীম রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন যে তিনি শুনিয়াছেন, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইলেন: যে ব্যক্তি কোনো গৃহ বাস আরম্ভ কালে বা কোন স্থানে শিবির স্থাপনের সময় এই দোয়া করে:

'আল্লাহতায়ালার সম্পূর্ণ কালামের (বাণীর) আশ্রয়ে আসিতেছি এবং ঐ অনিষ্ট হইতে আশ্রয় ভিক্ষা করিতেছি, যাহা তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন,'

—ঐ ব্যক্তি উহাতে বসবাস পরিত্যাগ বা ঐ স্থান হইতে শিবির তোলা পর্যন্ত কোন কিছুই তাহার অনিষ্ট করিবে না।"

('মুসলিম, 'কেতাবুয-যেকের, বাবু তায়উযে মিন্ সুয়েল্-কাযায়ে ওয়া দার্কেশ-শাকায়ে ওয়া শায়রেহি, ২-২ : ২৩৫ পৃঃ)

৪১। মেলা-মেশার নীতি ও সালাম

২৬৭। হযরত আব্দুল্লাহ বিন সালাম রাযিয়াল্লাহু-তায়ালা আনহু বলেন, তিনি শুনিলেন যে, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইলেন:

"হে লোকগণ, সালাম প্রবর্তন কর, ক্ষুধার্তকে খাবার দাও আত্মীয়-স্বজনের প্রতি পারস্পারিক সুব্যবহার কর এবং লোকেরা যখন ঘুমায় তখন নামায পড়। যদি তোমরা এরূপ কর, তবে সালামতির সাথে (শান্তিতে) জান্নাতে দাখেল হইবে।"

("তিরমিযি, "আবওয়াবু সিফাতুল-কিয়ামাহ, ২ : ৭২ পৃঃ)

২৬৮। হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, এক ব্যক্তি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল: কোন, ইসলাম সর্বাপেক্ষা উত্তম?" তিনি (সাঃ) ফরমাইলেন: খাবার দেওয়া, (অর্থাৎ অন্যকে খাওয়ানো) এবং যাহার সংগেই সাক্ষাৎ হয়, পরিচয় থাকুক বা না-ই থাকুক—তাহাকে সালাম করা।

("বুখারী, কেতাবুল ইস্তিযান, বাবুস সালামে ফিল-মা'রেফাতে ওয়া গাইরিল মা'রেফাহ ২ : ৯২১ পৃঃ)

(ক্রমশঃ)

('হাদিকাতুস সালেহীন' গ্রন্থের ধারাবাহিক অনুবাদ)

—এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর

অমৃত বানী

"কুধারণা এক মারাত্মক ব্যাধি, যাহার ফলে মানুষ অতি শীঘ্রই ধ্বংস হইয়া যায়।"

"কুধারণা করা এমন এক ব্যধি এবং এরূপ এক ভয়ঙ্কর বিপদ, যাহা মানুষকে অন্ধ বানাইয়া ধ্বংসের অতল গহ্বরে ফেলিয়া দেয়। কুধারণাই সে বিষয়, যাহা খৃষ্টানদিগকে এক মৃত ব্যক্তির উপাসনা করাইয়াছে। কুধারণাই মানুষকে খোদাতায়ালার সিফাত—সৃজন, দয়া' বেজেকদান ইত্যাদি হইতে বিচ্যুত ও স্খলিত সাব্যস্ত করিয়া নায়ুজুবিল্লাহ এক অথর্ব ব্যক্তি ও অচল বস্তুতে পরিণত করে। মোট কথা, কুধারণার কারণেই জাহান্নামের এক বৃহদাংশ, বরং যদি বলি যে উহা সম্পূর্ণ ভরিয়া যাইবে, তথাপি উক্তোক্তি হইবে না। যে সকল লোক আল্লাহতায়ালার প্রত্যাদিষ্ট ও প্রেরিত ব্যক্তিগণ সম্পর্কে কুধারণা পোষণ করে, তাহারা খোদাতায়ালার নেয়ামত ও ফজল এবং অনুগ্রহকে হেয় ও ঘৃণার নজরে দেখিয়া থাকে।" (মলফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৯৫, ৯৬)

"কুধারণা অতি ভয়াবহ বিপদ, যাহা ঈমানকে এরূপ শীঘ্র ভস্মীভূত করিয়া দেয়, যেরূপ লেলীহান অগ্নি খরকুটাকে ভস্ম করে। যে ব্যক্তি খোদাতায়ালার প্রেরিত ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে কুধারণা পোষণ করে, খোদাতায়ালা স্বয়ং তাহার শত্রু হইয়া যান, এবং তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য দণ্ডায়মান হন। তিনি তাঁহার মনোনীতগণের জন্য এতই আত্মাভিমানী যে উহার নযির আর কাহারও মধ্যে পাওয়া যায় না। যখন আমার উপর নানা প্রকারের আক্রমণ চালান হইল, তখন খোদাতায়ালার সেই আত্মাভিমানই উত্তেজিত হয়।" (আল-ওসিয়ত পৃঃ ২৬)

"আমি সত্য সত্য বলিতেছি যে, কুধারণা অত্যন্ত জঘন্য বিপদ, যাহা মানুষের ঈমানকে ধ্বংস করিয়া দেয়, সত্য ও সত্যপরায়নতা হইতে মানুষকে দূরে সরাইয়া দেয় এবং বন্ধুকে শত্রু বানায়। সিদ্দিকের গুণ ও মর্যাদা হাসিলের জন্য জরুরী, মানুষ যেন কুধারণা হইতে সযত্নে বিরতে থাকে এবং কাহারও সম্বন্ধে যদি মনে কুধারণার সৃষ্টি হয়, তাহা হইলে খুব বেশী এস্তেগফার করে এবং খোদাতায়ালার নিকট দোওয়া করে, যাহাতে সেই ভয়াবহ বিপদ ও উহার কুফল হইতে বাঁচিতে পারে যাহা কুধারণার পশ্চাৎ অনুসরণ করে। সুতরাং ইহাকে কখনও সাধারণ বিষয় মনে করা উচিত নয়। বস্তুতঃ ইহা এক অত্যন্ত মারাত্মক ব্যধি, যাহার ফলে মানুষ অতি শীঘ্র ধ্বংস হইয়া যায়।

মোট কথা, কুধারণা মানুষকে নিপাত করে। (কুরআন করীমে) এ পর্যন্ত লিখিত আছে যে, যখন দোযখীদিগকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে তখন আল্লাহতায়ালা তাহাদিগকে বলিবেন যে, তোমরা আল্লাহতায়ালার বিরুদ্ধে কুধারণা পোষণ করিয়াছিলে।" (মলফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৫৬)

ফাসাদ বা বিকার ও অশান্তি তখনই শুরু হয় যখন মানুষ কুধারণা ও সন্দেহাবলীর দ্বারা কাজ লইতে আরম্ভ করে। পক্ষান্তরে যদি সে নেক ধারণা পোষণ করে তাহা হইলে সে কিছু অবদান রাখার তৌফিক বা সামর্থ লাভ করে। কিন্তু যখন প্রথম ধাপেই সে ভুল করিল, তখন তাহার গন্তব্যস্থলে পৌঁছা দুষ্কর। কুধারণা অত্যন্ত খারাপ বিষয়। ইহা মানুষকে বহুবিধ নেকী হইতে বঞ্চিত করে। অতঃপর ইহা ক্রমান্বয়ে মানুষকে এই পর্যায়ে উপনীত করে যে, সে খোদাতায়ালার বিরুদ্ধেও কুধারণা করিতে আরম্ভ করে।" (মলফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১০৭)

অনুবাদ : আহমদ সাদেক মাহমুদ

জুমার খোৎবার জন্য :

আন্তর্জাতিক মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর উদ্বোধনী ও সমাপ্ত ভাষণ :

[২০, ২১ ও ২২শে অক্টোবর, ১৯৭৮ ইং তারিখে রাবওয়ায় আন্তর্জাতিক মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার কেন্দ্রীয় বার্ষিক ইজতেমা আল্লাহতায়ালার ফজলে সার্বিক বৈশিষ্ট ও ঐতিহ্য সহকারে পূর্ণ সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। আল-হামদু লিল্লাহ। পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে ৬৪৯টি মজলিসের প্রতিনিধি উহাতে যোগদান করেন। এতদ্ব্যতীত চারিটি অন্যান্য দেশ হইতেও খোদ্দাম অংশগ্রহণ করেন এবং কয়েক হাজার আনসার ও আতফালও উদ্বোধনী ও সমাপ্তি অধিবেশন চলা কালে উপস্থিত হন। ১৯৭৩ সনের পর (অর্থাৎ চার বৎসরের বিরতির পর) সরকারের অনুমতিক্রমে এই বৎসর খোলা ময়দানে ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। বিগত বৎসর মসজিদে আকসার প্রাঙ্গণে ইজতেমা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ৭৩ ইং সনে ৬৪৬টি মজলিস হইতে ৪৩৩৮জন খোদ্দাম ইজতেমায় যোগদান করিয়াছিলেন। এইবার সাড়ে পাঁচ হাজারেরও উর্ধে যোগদানকারী খোদ্দামের মধ্যে ৫২৬জন খোদ্দাম এরূপ ছিলেন যাহারা দূরদূরান্ত হইতে সাইকেল যোগে সফর করিয়া আসিয়াছিলেন। সকল খোদ্দাম তিনদিনব্যাপী খোলা ময়দানে নিজ হাতে তৈরী করা তাবুতে বাস করেন। তাহাদের সকলের খাওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। খেলাধুলা এবং তালিমী ও তরবিয়তী অনুষ্ঠান ব্যতীত হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) ঈমান-উদ্দীপক ও জ্ঞানগর্ভ উদ্বোধনী ও সমাপনী ভাষণ দান করেন নিম্নে হুজুর আকদাসের ভাষণদ্বয়ের সংক্ষিপ্তাকারে বঙ্গানুবাদ দেওয়া গেল :]

উদ্বোধনী ভাষণ ঃ

হুজুর আকাদাস (আইঃ তাঁহার ভাষণের প্রারম্ভে বলেন : সর্ব প্রথম আমি সরকারকে, এই বৎসর খোদ্দামুল আহমদীয়াকে পূর্ব্ববৎ পুনরায় খোলা ময়দানে তাহাদের এই ইজতেমা অনুষ্ঠানের অনুমতি দানের জন্য ধন্যবাদ জানাই। যে সকল সরকারী কর্মকর্তা এই অনুমতিদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন, আল্লাহতায়ালা তাহাদিগকে উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন। আমিন।

হুজুর বলেন, আমি এক দীর্ঘ সময় বহির্দেশে সফরে থাকার পর সম্প্রতি দেশে ফিরিয়াছি। এখানে আসার পর ইহা দেখিয়া আমি আনন্দিত হইলাম যে, সরকারের দৃষ্টিতে দেশের পরিস্থিতি ও পরিবেশ এখন এতটুকু উন্নতি লাভ করিয়াছে যাহার ফলে সরকারের অনুমতিক্রমে প্রথমে দেশে তবলিগী জামাতের ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়, অতঃপর মুলতানে সুন্নী কনফারেন্স হয়। উহাও শান্তির পরিবেশেই অনুষ্ঠিত হয় এবং এখন আমাদেরও সীমিতাকারের এই ইজতেমাটি অনুষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে। এই সকল সভা-সমাবেশের দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে, আমাদের দেশে যে এক গলদ ধরণের পরিবেশ সৃষ্টি করা হইয়াছিল উহা এখন দূরীভূত হইতেছে, এবং পরিস্থিতি পূর্বের চাইতে অনেকটা ভাল হইতে চলিয়াছে। 'আল-হামদুলিল্লাহে আলা খালেক'।

অতঃপর হুজুর বলেন, এই জামানায় হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের দেওয়া শুভসংবাদ সমূহ অনুযায়ী আল্লাহতায়ালা প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী (আঃ)-কে এবং তাঁহার কায়েমকৃত জামাতকে সারা বিশ্বে এবং পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে ইসলামকে জয়যুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে মাধ্যম বা হাতিয়ার স্বরূপ নির্ধারণ করিয়াছেন। হুজুর বলেন, আজ পার্থিব দিক দিয়া সুসভ্য ও উন্নত হিসাবে আখ্যায়িত যে সকল জাতির অনুসরণ ও অনুকরণে অনেকে গর্ব বোধ করেন সে সকল জাতির তাহযিব ও কৃষ্টিতে বহুবিধ মৌলিক দুর্বলতার সৃষ্টি হইয়াছে। যেমন, তাহারা জুলুমের মুকাবেলায় জুলুম করে, এবং এইরূপে জুলুম ও অত্যাচারের এক ধারাবাহিক ও অবিচ্ছেদ্য শৃঙ্খল বা চক্র শুরু হইয়া যায়। এই সেই দুর্বলতা যাহা বিগত দুই মহাযুদ্ধের কারণ ঘটায় এবং যাহার ফলশ্রুতি হিসাবে এখন তৃতীয় মহাযুদ্ধের আশঙ্কা অনুভূত হইতেছে। ইহার মোকাবেলায় মানব ইতিহাসের এক দৃষ্টান্তবিহীন ঘটনা এই যে, মক্কাবাসীরা তের বৎসর ব্যাপী রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এবং তাঁহার সাহাবিগণের উপর চরম পর্যায়ে অত্যাচার ও উৎপীড়ন চালায় এবং এই ধারায় তলোয়ারের জোরে মানুষের হৃদয় ও ভাবধারনাকে পরিবর্তন করার প্রায়াস পায়। কিন্তু যখন আল্লাহতায়ালা রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামকে বিজয় দান করিলেন তখন তিনি ঐ সকল অত্যাচারীকে ক্ষমা করিয়া দেন, এবং এইরূপে দুনিয়াকে জানাইয়া দেন যে, জুলুমকে জগত হইতে নিশ্চিহ্ন করিবার পন্থা ইহাই যে, ধর্যের সহিত জুলুম বরদাস্ত করিতে থাক এবং যখন খোদাতায়ালা বিজয় দান করেন তখন দুশমনকে ক্ষমা করিয়া দাও। হুজুর বলেন, পাশ্চাত্য জাতিবর্গের দ্বিতীয় মৌলিক দুর্বলতা এই যে, তাহারা সত্যের সঙ্গে অবশ্যই মিথ্যা সংমিশ্রিত করে। এই দুর্বলতাও বহু প্রকারের খরাপির কারণ ঘটায়।

হুজুর তাঁহার সাম্প্রতিক ইউরোপ সফরকালে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সাংবাদিক সম্মেলনে সেখানকার সাংবাদিকগণের সহিত তাঁহার আলাপ-আলোচনার বিভিন্ন ঈমান উদ্দীপক দৃষ্টান্ত পেশ করিয়া বলেন যে, প্রকৃতপক্ষে এখন ধ্বংস ও অশান্তি হইতে বাঁচিবার একটিই মাত্র পথ রহিয়াছে এবং তাহা হইল এই যে, দুনিয়া যেন ইসলামের এবং কুরআন করীমের পেশকৃত

শিক্ষাকে গ্রহণ করে। সুতরাং যখন আমি পাশ্চাত্যবাসীদিগের সামনে ইসলামের সর্বাঙ্গীণ সুন্দর শিক্ষা তুলিয়া ধরিতাম, তখন তাহারা স্বীকার করিতেন যে, বাস্তবিকপক্ষেই এই শিক্ষা দুনিয়াতে শান্তি স্থাপন করিতে পারে। তাহাদের মধ্যে অনেকেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলিয়াছেন যে, এত সুন্দর ও উত্তম শিক্ষা আমাদের জনসাধারণের নিকট পৌঁছাইবার জন্য আপনি কি ব্যবস্থা করিয়াছেন ?

হুজুর বলেন, পাশ্চাত্যবাসীদের হৃদয় ইসলামের উদ্দেশ্যে জয় করিবার জন্য জরুরী, আমরা যেন আমাদের আমলী নমুনা (ব্যবহারিক জীবন) ইসলামের ছাঁচে গড়িয়া তুলি। আমাদের জামাতের নব্বই বৎসরের ইতিহাস একটি উন্মুক্ত গ্রন্থের ন্যায় স্পষ্ট ও সুপ্রকাশিত। আমরা খোদাতায়ালার ফজলে ইসলামী শিক্ষানুযায়ী জামাত হিসাবে কখনও কোন ষ্ট্রাইকে অংশ লই না, কোনও ফাসাদ বা হাঙ্গামায় আমারা কখনও জড়িত হই নাই। আমরা তো জুলুমকেও সবুর ও সহিষ্ণুতার সহিত বরদাস্ত করায় অভ্যস্ত, এবং আমাদের প্রতিবাদ বা ফরিয়াদও শুধু একটি মাত্র দুয়ারেই হইয়া থাকে এবং তাহা হইল খোদাতায়ালার দুয়ার। আমাদের ইতিহাসে এমন একটি দৃষ্টান্তও পাওয়া যায় না যে, আমাদের কোন শত্রুও আমাদের নিকট সাহায্য চাহিয়াছে এবং আমরা তাহার সাহায্য করিতে অস্বীকার করিয়াছি।

পরিশেষে হুজুর খোদ্দামকে ইসলামী শিক্ষার কয়েকটি জরুরী বিষয়ের দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলেন যে, ইসলাম শুধু সত্য কথা বলিতে আদেশ করে নাই বরং সরল সোজা কথা ('কওলান সাদীদা') বলারও নির্দেশ দিয়াছে। অর্থাৎ আমাদের কথায় কোন প্রকারের বক্রতা ও হের-ফের থাকাও উচিত নয়। অতঃপর ইসলাম আমানত কায়েম করার উপর বিশেষ জোর দিয়াছে। অর্থাৎ আল্লাহতায়ালার নির্ধারিত সকল কর্তব্যকর্ম এবং হক ও অধিকার কায়েম করা উচিত। খোদ্দামুল আহমদীয়ার কর্তব্য তাহারা যেন এই সকল উচ্চাঙ্গীণ ইসলামী আখলাক ধারণ করিয়া জগতের মধ্যে নিজেদের জন্য এক উচ্চ মোকাম ও মর্যাদার আসন সৃষ্টি করেন। জগতে ইসলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা শুধু মৌখিক কথার দ্বারা সম্ভব নয় বরং ইসলামী শিক্ষানুযায়ী খোদার মখলুকের নিঃস্বার্থ সেবা, প্রীতি ও ভালবাসার দ্বারা মানবহৃদয় জয় করিয়াই তাহা সম্ভবপর। এ পন্থায়েই আমরা আল্লাহতায়ালার প্রেম লাভ করিতে পারি, এবং যে ব্যক্তি খোদাতায়ালার প্রেম অর্জন করিতে পারিয়াছে তাহার আর কিসের প্রয়োজন বাকী থাকে ?। আল্লাহতায়ালা হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-কে এলহাম যোগে বলিয়াছেন : "যদি তুমি আমার হইয়া যাও, তবে সমগ্র জগৎ তোমারই হইবে।" প্রত্যেক আহমদীর কর্তব্য, সে যেন কোন অবস্থাতেই কখনও কোন প্রকারের ফেৎনা-ফসাদ, অশান্তি ও দুষ্কৃতির সহিত জড়িত না হয়। আপনারা ইসলামী আখলাক (চারিত্রিক মূল্যবোধ)-এর উত্তম ও উৎকৃষ্ট নমুনা ও দৃষ্টান্ত হউন। সদা সত্য ও সরল কথা বলুন এবং হুকুকুল্লাহ ও হুকুকুল-এবাদ পালন করিয়া আল্লাহতায়লার প্রীতি ও সন্তোষ লাভের প্রচেষ্টা চালাইয়া যান। আল্লাহতায়ালা আমাদের সকলকে ইহার তওফিক দিন। আমিন।

সমাপনী ভাষণ ঃ

হুজুর আকদাস বলেন, আপনারা খোদ্দামুল আহমদীয়া। অর্থাৎ, আপনারা আহমদীয়াতের দিকে আরোপিত। আমরা সকলই খোদাতায়'লার ফজলে আহ্‌মদী। আহমদী আমাদের নাম হযরত মসীহ মওউদ ও ইমাম মাহদী (আঃ) রাখিয়াছেন। আমাদের নিজস্ব কিছু আকিদা আছে যাহা বিভিন্ন রঙে মাঝে মাঝে আপনাদের সামনে উপস্থাপিত হইয়া থাকে। আজ আমি জামাতে আহমদীয়ার আকায়েদ সম্পর্কে সহজ ও সরল ভাষায় কিছু বলিতে চাই, যাহাতে আমাদের যুবক ও বালক সকলই ভালরূপে বুঝিতে পারেন।

হুজুর বলেন, আমরা আহ্‌মদীগণ কুরআন করীমের আলোকে খোদাকে 'ওয়াহেদ লা-শরীক' বলিয়া বিশ্বাস করি। তিনি একক, তাঁহার কোন শরিক নাই—না তাঁহার স্বত্তায়, না তাঁহার গুণাবলীতে। তিনি অদ্বিতীয় ও অনুপম। প্রত্যেক বস্তুর স্রষ্টা ও মালেক তিনি। তিনি 'হাই'—চিরঞ্জীব ও জীবনদাতা এবং 'কাইউম'—চিরস্থায়ী ও স্থিতি দাতা। সমগ্র বিশ্ব-জগতে প্রতিটি বস্তুর বাহ্যিক রূপ ও অবস্থা এবং উহার আভ্যন্তর তিনি দেখেন ও জানেন। তিনি স্বয়ম্ভু ও স্ব ইচ্ছা ও ইরাদায় সকলের নিয়ন্তা। তিনি অনাদি ও অনন্ত—অনন্ত কাল হইতে আছেন এবং চিরকাল থাকিবেন। তাঁহার মধ্যে কোন খারাপি বা কমজোরী নাই। তিনি সকল উত্তম গুণাবলীতে গুণান্বিত। তাঁহার গুণাবলী (সিফাত) -এর জালওয়া বা জ্যোতির্বিকাশসমূহ অসীম ও অনন্ত। তাঁহার পক্ষে কোন কিছুই অসম্ভব নয়। তিনি তাঁহার বান্দাদিগকে যে সকল শক্তি ও ক্ষমতা দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, সেগুলির প্রয়োগ ও বিকাশের দ্বারা তাহারা তাঁহার নৈকট্য ও প্রীতি লাভ করিতে পারে। এই পর্যায়ে হুজুর (আইঃ) হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর একটি জ্ঞানতত্ত্বপূর্ণ উদ্ধৃতি পাঠ করেন। অতঃপর বলেন যে, আমাদের মতে খোদাতায়ালার মহব্বত ও প্রীতি লাভের দ্বার তাঁহারই ফজল ও অনুগ্রহে এবং রসুল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের পবিত্রকরণ শক্তির কল্যাণে কিয়ামতকাল পর্যন্ত খোলা আছে এবং কখনও বন্ধ হইতে পারে না। সুতরাং এই দ্বার আজও খোলা আছে এবং আমি সাক্ষাৎভাবে জানি যে, আমাদের জামাতে কোন একটি পরিবারও এরূপ নাই, যাহাদের মধ্যে আল্লাহতায়ালার প্রীতি সুলভ নিদর্শন প্রত্যক্ষকারী ব্যক্তি-বর্গ মওজুদ নাই।

হুজুর বলেন, আমাদের দ্বিতীয় আকীদা এই যে, আমরা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে আমাদের আন্তরিক বিশ্বাস ও ঈমান অনুযায়ী খাতামুল-আম্বিয়া এবং নবীগণের শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিশ্বাস করি। 'লও লাকা লমা খালাকতুল আফলাকা' বাস্তবিকপক্ষে সঠিক এবং সত্য। ইহা বাস্তব সত্য যে তাঁহার উদ্দেশ্যেই এই বিশ্ব-জগতকে সৃষ্টি করা হইয়াছে। আদম হইতে লইয়া যত সোলাহা ও আওলিয়া এবং বুজুর্গাণ দুনিয়াতে পয়দা হইয়াছেন তাঁহারা সকলই তাঁহার ফয়েজ ও কল্যাণ লাভ করিয়াছেন।

তাঁহার উপর কাহারও এহ্সান বা অনুগ্রহ নাই এবং সকলই তাঁহার এহসানের নীচে। যখন এই দুনিয়াতে আদমের কঙ্কালও সৃষ্টি হয় নাই, তখনও তিনি খাতামান-নবীয়িন ছিলেন। (আল হাদিস)। ইহার অর্থ এই যে, দুনিয়াতে আগত সকল নবী-রসুলই তাঁহার খাতামান-নাবীয়িন হওয়ার পর দুনিয়াতে আবির্ভূত হইয়াছেন এবং তাঁহারা সকলই তাঁহার নিকট হইতে ফয়েজ ও কল্যাণ লাভ করিয়াছেন। আল্লাহতায়ালার একত্ব (ওহ্দানিয়ত) যেমন এই বিশ্বজগতের ভিত্তি ও বুনিয়াদ স্বরূপ, তেমনি সমগ্র মানবের সৃষ্টির পূর্বে তাঁহার খাতামান-নবীয়িন হওয়াও বিশ্ব-জগতের এক মৌলিক ও বুনিয়াদী সত্য। তিনি আফজালুর রুসুল—নবীগণের শ্রেষ্ঠ, খোদাতায়ালার সব চেয়ে প্রিয় এবং সমগ্র নবী ও মানবকুলের 'মুহ্সেনে-আজম—সর্বশ্রেষ্ঠ কল্যাণকারী।

হুজুর বলেন, আমাদের তৃতীয় আকীদা এই যে, কুরআন করীম হযরত নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের উপর খোদাতায়ালার তরফ হইতে নাযেলকৃত পূর্ণ ও পরিণত কিতাব। কুরআন করীমের পূর্বে নাযেলকৃত শরীয়ত সমূহে বিদ্যমান সকল সত্যই কুরআন করীমের মুখাপেক্ষী ও শরণাপন্ন হইয়াছে কেননা, কুরআন করীম হইতে লইয়াই সেগুলিকে ঐ শরিয়তসমূহে রাখা হইয়াছিল, অতঃপর কুরআন করীম সেগুলিকে সামগ্রিকরূপে বর্ণনা করিয়াছে। সুতরাং পুর্ববর্তী সকল শরীয়ত কুরআন মজীদের মুখাপেক্ষী, কিন্তু কুরআন মজীদ অন্য কোন শরীয়তের মুখাপেক্ষী নয়। পবিত্র কুরআনে কিয়ামতকাল অবধি প্রয়জনীয় সমগ্র মানবীয় চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক (এলমী ও আমলী) উভয় পর্যায়ে মওজুদ আছে। তদনুযায়ী আমল করিয়া আমরা খোদাতায়ালার প্রীতি লাভ করিতে পারি। ইহার কোন আয়াত, কোন বাক্য বা বাকাংশ, কোন শব্দ বা অক্ষর এমনকি কোন জের, জবর, বা পেশ মনসুখ বা রহিত হইতে পারে, বা পরিবর্তিত ও প্রক্ষিপ্ত হইতে পারে, এমন কিছুই নাই। ইহার মধ্যে কখনও কোন প্রকারের পরিবর্তন বা প্রক্ষেপ সংঘটিত হইতে পারে না। ইহা সকল প্রকারের জ্ঞানের আঁকর—মহাগ্রন্থ। ইহার প্রতিটি আদেশই পালনযোগ্য এবং যদি উহার একটি মাত্র আদেশও (ইচ্ছাকৃতভাবে) পালন না করা হয়, তাহা হইলে খোদাতায়ার পক্ষ হইতে তাহার জবাবদেহীর সম্মুখীন হইতে হইবে। আমরা সমগ্র কুরআনকে শিরধার্য করা এবং উহার প্রত্যেকটি হুকুমের উপর আমল করা জরুরী মনে করি। যেমন, কুরআন করীম স্ত্রীলোকদের জন্য পর্দার নির্দেশ দিয়াছে। ইহার উপরও আমল করা অবশ্যই জরুরী। আমরা আমাদের জামাতের কোনও ব্যক্তিকে ইহার বরখেলাফী করিতে দিব না, মৌখিকভাবেও না, এবং কার্যতঃও না।

যখন আমাদের প্রভু হযরত রসুল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আবির্ভূত হন, তখন তাঁহার উপর ঈমান আনায়নকারীগণকে অত্যন্ত পীড়া ও যাতনা দেওয়া হইয়াছে। উহার একটি দৃষ্টান্ত হযরত বেলাল রাযিয়াল্লাহুতায়ালা আনহু, যাঁহার দেহ উলঙ্গ করিয়া

প্রখর রৌদ্রে উত্তপ্ত বালুকারাশির উপর তাঁহাকে শায়িত করিয়া তাঁহার বুকের উপর পাথর চাপা দেওয়া হইত। কিন্তু তাহা সত্বেও তাঁহার মুখ দিয়া "আহাদ, আহাদ' (আল্লাহ একক, আল্লাহ একক) শব্দই নিঃসৃত হইত। আমি প্রত্যেক আহমদীকে বলিতেছি যে, তাহার মধ্যে ঐ 'বেলালী রুহ্' উদ্দীপিত হওয়া উচিত। যদি দুনিয়ার সকল শক্তি একত্রিত হইয়া তাঁহাদের হক ও অধিকার হরণ করে এবং কুসংস্কার ও দুশমনী এবং হিংসার পাহাড়-পর্বতও যদি তাঁহাদের বুকের উপর চাপাইয়া দেওয়া হয়, তথাপি তাঁহারা কখনও খোদাতায়ালার ওহ্দানিয়ত এবং রসুল আকরাম সল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের শানে-রেসালতকে অস্বীকার করিতে পারেন না। তাঁহাদের রুহ্ ও আত্মা হইতে একটিই মাত্র আওয়াজ ধ্বনিত হইবে এবং তাহা হইবে 'আহাদ, আহাদ'। কোন শক্তিই আমাদের নিকট হইতে আমাদের ঈমান এবং বেলালী রুহ্ কাড়িয়া লইতে সক্ষম হইবে না। ইনশাআল্লাহ। আল্লাহতায়ালা আমাদের সকলকে ইহার তওফিক দিন। আমিন।

অতঃপর হুজুর আকদাস আইঃ) বলেন, এখন আমরা ইজতেমায়ী দোওয়ার মাধ্যমে এই ইজতেমার কার্যক্রম শেষ করিব। আল্লাহতায়ালা আপনাদের সকলকে নিজেদের মোকাম ও মর্যাদা উপলব্ধি করার তওফিক দিন, ঈমানের উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠা দান করুন এবং এশ্কে-মোহাম্মদীতে মদমত্ত থাকিয়া নিজেদের সমগ্র জীবন কাটাইবার তওফিক দিন। আল্লাহতায়ালা আপনাদের সফরে ও বাসস্থানে হাফেজ ও নাসের হউন, এবং সমস্ত জগতকে আপনাদের দ্বারা রসুল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পতাকার নীচে সমবেত হওয়ার তওফিক দিন। আমিন। (আল-ফজল, ২১শে ও ২৩শে অক্টোবর ১৯৭৮ই)

অনুবাদঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ

শুভ বিবাহ

(১) বিগত ২৯শে অক্টোবর ১৯৭৮ইং রোজ রবিবার বাদআসর মোহাম্মদপুর (ঢাকা) নিবাসী জনাব শফিদ্দীন সাহেবের প্রথমা কন্যা মোসম্মৎ পারভীন বেগমের সহিত ময়মনসিংহ নিবাসী মরহুম ইয়াছিন মুন্সী সাহেবের কনিষ্ঠ পুত্র জনাব মোঃ নুরুল হোসেন সাহেবের শুভ বিবাহ পাঁচহাজার এক টাকা মোহরানা ধার্যে ঢাকা দারুত তবলীগ মসজিদে সুসম্পন্ন হয়।

(২) গত ১০/১১/৭৮ইং রোজ শুক্রবার ব্রাহ্মণবাড়ীয়া আঞ্জুমানে আহমদীয়ার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জনাব ফজলুর রহমান সাহেবের একমাত্র কন্যা মোসম্মৎ শাহীন আখতার বেগমের সহিত ব্রাহ্মণবাড়ীয়া আঞ্জুমানে আহমদীয়ার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জনাব কফিলুদ্দিন আহমদ সাহেবের কনিষ্ঠ পুত্র মোঃ মোশাররফ হোসেন সাহেবের শুভ বিবাহ দশ হাজার টাকা মোহরানা ধার্যে আহমদীয়পাড়াস্থ মসজিদ মোবারকে সুসম্পন্ন হয়।

উপরে উল্লেখিত উভয় বিবাহ সর্বাঙ্গীনরূপে বাবরকত হওয়ার জন্য ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট দোওয়ার অনুরোধ করা যাইতেছে।

আন্তর্জাতিক কেন্দ্রীয় মজলিস আনসারুল্লাহর বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর উদ্বোধনী ও সমাপনী ভাষণ :

[রাবওয়া, ২৭শে ইখা ১৩৫৭ হিঃ শাঃ (মোতাবেক ২৭শে অক্টোবর ১৯৭৮ ইং)— আন্তর্জাতিক কেন্দ্রীয় মজলিস আনসারুল্লাহর তিন দিন ব্যাপী বার্ষিক তরবিয়তী ইজতেমা আল্লাহতায়ালার ফজল ও করমে যিক্‌রে-ইলাহী ও আত্মনিবেদনের অনুপম পরিবেশে সার্বিক পবিত্রতা ও বরকতময় ঐতিহ্য ও বৈশিষ্ট্য সহকারে অনুষ্ঠিত হয়। আল-হামদু লিল্লাহ্

আনসারুল্লাহর এই কেন্দ্রীয় ইজতেমায় যোগদানের জন্য পাকিস্তানের প্রতিটি অংশ ও অঞ্চল হইতে বিপুল সংখ্যক আনসার সাহেবান (জামাতের মধ্যে ৪০ বৎসরের উর্ধে যাঁহাদের বয়স) অতি আগ্রহ ও উদ্দীপনার সহিত ছুটিয়া আসেন। হযরত আমিরুল মুমেনীন খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) অত্যন্ত সারগর্ভ উদ্বোধনী ও সমাপ্তি ভাষণ দান করেন। ভাষণদ্বয়ের সংক্ষিপ্তাকারে বঙ্গানুবাদ দেওয়া গেল।]

উদ্বোধনী ভাষণ :

হুজুর আকাদাস (আইঃ) সর্ব প্রথম আনসারুল্লাহ্ সাহেবানকে তাঁহাদের স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখার বিষয়ে তাকীদ করিয়া বলেন :

কিছুকাল পূর্বে আমি আপনাদিগকে একটি নসিহত করিয়াছিলাম, হয়ত আপনাদের মধ্যে অনেকেই উহা ভুলিয়া গিয়াছেন। সেই উপদেশটি ছিল এই যে, আপনারা নিজদিগকে বৃদ্ধ মনে করিবেন না। বরং উচ্চস্তরের যুবক (জওয়ানে ী কে জওয়ান) বলিয়া জ্ঞান করিবেন। প্রকৃত-পক্ষে বয়সের সঙ্গে বার্ধক্যের সম্পর্ক নাই বরং স্বাস্থ্যরক্ষার সহিতই উহার সম্পর্ক। নবী করীম (সাঃ আঃ)-এর একটি হাদিস আছে : و لنفسك عليك حق অর্থাৎ, "তোমার নফ্‌সেরও তোমার উপর হক রহিয়াছে।" মানবাত্মার সর্বপ্রথম বুনিয়াদী হক এই যে, আপনারা আপ-নাদের স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখুন এবং দৈহিক শক্তি মজবুত করুন, যাহাতে এই জামানায় আল্লাহতায়ালা আপনাদের উপরে ইসলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার যে জিম্মাদারী ন্যাস্ত করিয়াছেন, তাহা উত্তমরূপে সম্পাদন করিতে পারেন।

হুজুর স্বাস্থ্য রক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন গুরুত্বপর্ণ ও মূল্যবান প্রস্তাব রাখিয়া নসিহত করেন যে, আপনাদের বয়ঃসীমায় (অর্থাৎ ৪০ বৎসরে) উপনীত হইলে মানবদেহে যে দুর্বলতার সৃষ্টি হয়, তাহা পূরণ করার জন্য জরুরী যে, প্রকৃতির নিয়মে আমাদের জন্য খাদ্য দ্রব্য যে রূপে

ও যে অবস্থায় সৃষ্টি করা হইয়াছে, আমরা যেন সেগুলি সেইরূপেই ব্যবহার করি। যেমন, গমকে চালিয়া ব্যবহার করা উচিত নয়। কেননা উহার ভুষির মধ্যে স্বাস্থ্য রক্ষার অনেক উপাদান ও শক্তি রহিয়াছে। তেমনিভাবে অন্যান্য কৃত্রিম খাদ্য গ্রহণ না করিয়া আল্লাহতায়ালার সৃজিত খাদ্য দ্রব্য সমূহের সমীচীন প্রয়োগ ও ব্যবহারের দ্বারা এই বয়সে স্বাভাবিকরূপে সৃষ্ট আমাদের দৈহিক শক্তির অভাব পূরণ করা উচিত, যাহাতে আমাদের স্বাস্থ্য অটুট থাকে, এবং আমরা যুবক ও সবল থাকিয়া আমাদের দ্বীনি জিম্মাদারী সমূহ যথাযতভাবে সম্পাদন করিতে পারি।

সন্তানের তরবিয়ত প্রসঙ্গে আনসারের উপর যে গুরু দায়িত্ব ভার ন্যস্ত হয় সে সম্পের্ক আলোকপাত করিয়া হুজুর বলেন, মসীহ মওউদ ও ইমাম মাহদী আঃ)-এর জামাতের প্রতি যে গুরুত্বপূর্ণ জিম্মাদারী অর্পিত হইয়াছে, উহা শুধু একটি জেনারেশনের সঙ্গেই সম্বন্ধ-যুক্ত নয় বরং আমাদের জন্য বংশপরাম্পরায় উহা পালন করিয়া যাওয়া জরুরী। এই প্রসঙ্গে আনসারের উপর গুরু দায়িত্বভার ন্যস্ত হয়। তাঁহাদের উচিত, মহব্বত ও প্রীতির সহিত তাঁহারা যেন আপন প্রিয়জনের তরবিয়ত করেন। হুজুর বলেন, আমাদের জামাতী জীবনের দ্বিতীয় শতাব্দী আল্লাহতায়ালার সুসংবাদসমূহ অনুযায়ী ইনশাআল্লাহ ইসলামের প্রাধান্য বিস্তারের শতাব্দী। ইসলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার শুভসংবাদবহ যে একক ধ্বনি আজ হইতে নব্বই বৎসর পূর্বে কাদিয়ান হইতে উত্থিত হইয়াছিল, তাহাতে সাড়া দানকারীগণের সংখ্যা খোদা-তায়ালার ফজলে এক কোটি ছাড়াইয়া গিয়াছে। আমাদের দ্বিতীয় শতাব্দীতে সেই ধ্বনি ইনশাআল্লাহ সমগ্র জগতময় ব্যাপ্ত হইবে। কিন্তু এই ডাকে সাড়া দানকারীদের উপর দায়িত্বভারও ন্যস্ত হয় অতি গুরুত্বপূর্ণ। সেজন্য প্রত্যেক যুগের আনসারের কর্তব, তাঁহাদের সন্তানদের স্বযত্নে সংরক্ষণ করা, তাহাদের নৈতিক, মানষিক ও দ্বীনি এবং রূহানী তরবিয়তের ব্যবস্থা করা এবং তাহাদিগকে বুঝানো যে, তাহারা যদি তাহাদের দ্বীন জিম্মাদারীসমূহ আনন্দচিত্তে সম্পাদন করে, তাহা হইলেই তাহারা আল্লাহতায়ালার আসিশ ও বরকতের ওয়ারিশ হইতে পারিবে, এবং ইনশাআল্লাহ তাহারা উহার ওয়ারিস হইবে।

অতঃপর হুজুর (আইঃ) কুরআন মজীদের এই আয়াত সমূহ তেলাওয়াত করেন:

و لنبلونكم بشيء من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات و بشر الصابرين ٥ الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله و انا اليه راجعون ٥ اولئك عليهم صلوات من ربهم و رحمة - اولئك هم المهتدون ٥

[তরজমা: নিশ্চয়ই আমরা কিছু ভয় ও ক্ষুধার দ্বারা এবং জান, মাল ও ফলের ক্ষতির দ্বারা তোমাদের পরীক্ষা করিব এবং সেই সকল ধৈর্যশীল ব্যক্তিকে সুসংবাদ দাও যাহারা বিপদগ্রস্থ হইলে বলে, 'আমরা আল্লাহরই (উদ্দেশ্যে আত্মোৎসর্গীত) এবং তাঁহারই পানে প্রত্যাবর্তনকারী" এই সকল লোকের উপর তাহাদের রবের পক্ষ হইতে অনুগ্রহরাজী ও রহমত (অবতীর্ণ হইবে) এবং তাহারাই হেদায়তপ্রাপ্ত ও সফলকাম হইবে। —অনুবাদক]

হুজুর (আইঃ) এই আয়াতগুলির জ্ঞানতত্ত্বপূর্ণ তফসীর বর্ণনা পূর্বক বলেন যে আল্লাহ তায়ালা তাঁহার প্রিয়জনকে অত্যন্ত ভালবাসিয়া থাকেন। তিনি কোন সময় যখন তাহাদের পরীক্ষা গ্রহণ করেন, তখন প্রকৃতপক্ষে উহাও তাঁহার প্রীতি ও ভালবাসার ফলশ্রুতি হিসাবেই হইয়া থাকে। ইহা ভিন্ন ব্যাপার যে, কতক লোক নিজে ভুল করিয়া উহাকে আজাব বা শাস্তিতে রূপান্তরিত করিয়া ফেলে। সত্য কথা এই যে আল্লাহতায়ালার পুরস্কারসমূহ মুমেনদের উপর মুষলধারে বৃষ্টির ন্যায় অবতীর্ণ হয়। ঐ সকল পুরস্কারের মধ্য দিয়া যদি কখনও পরীক্ষা ও সঙ্কট উপস্থিত হয়, তাহা হইলে উহা আপন গুণ ও পরিমাণের দিকদিয়া মুষলধারে বৃষ্টিবৎ পুরস্কারের তুলনায় অতি নগণ্য। এই পরীক্ষা ও ইবতেলার সময়ে মুমেনের যে আদর্শ ও নমুনা প্রদর্শন করা উচিত তাহা এই আয়াত সমূহে উল্লেখ করা হইয়াছে। আল্লাহতায়ালা বলেন, আমরা যখন কিছু ভয়-ভীতি বা ক্ষুধার দ্বারা অথবা জান বা মাল ইত্যাদির ক্ষয়-ক্ষতি ও অভাবের দ্বারা তাহাদের পরীক্ষা করি, তখন তাহারা উহাতে সবুর ও ধর্যের নমুনা দেখায় এবং ঈমানের উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠ থাকে, এবং বলে যে, আমরা তো আল্লাহতায়ালারই এবং তাঁহারই দিকে প্রত্যর্তন-কারী। ইহারাই সেই সকল লোক যাহাদিগকে আল্লাহতায়ালা তাঁহার রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর মারফত সুসংবাদ দান করেন এবং তাহাদিগের উপর অগণিত রহমত ও বরকত নাযেল করেন। এই পর্যায়ে হুজুর (আইঃ) রসুল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এবং তাঁহার সাহাবা কেরাম (রাঃ)-এর পবিত্র আদর্শ ও দৃষ্টান্তের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, কত রকমের ভয় ভীতির অবস্থা তাঁহাদের জীবনে আসিয়াছে, তাঁহাদিগকে ক্ষুধার দ্বারা পরীক্ষা করা হয়, তাঁহাদের অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির ক্ষয়-ক্ষতি সহ্য করিতে হয়, তথাপি তাঁহারা ধৈর্য ও দৃঢ়তার কত মহান ও নজিরবিহীন নমুনা ও দৃষ্টান্ত পেশ করিয়াছেন, তারপর আল্লাহতায়ালা উহার বিনিময়ে কিরূপে তাঁহার অনন্ত ও অগণিত রহমত ও কৃপার দ্বারা তাঁহাদিগকে ভূষিত করিয়াছেন এবং তাঁহাদের জান ও মালে অসাধারণ বরকত দান করিয়াছেন। হুজুর বলেন, যখন মুমেগণের উপরে ইবতেলা বা পরীক্ষা আসে তখন তাহাদের মধ্যে দুইটি শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে : (১) কতক ব্যক্তি তাহাদের মধ্যে দুর্বলতা দেখায় ; তাহারা দ্বীনেরও থাকে না এবং দুনিয়ারও না। তাহাদের অধিকাংশই এরূপ হন, যাঁহারা সবুর ও এস্তেকামতের নমুনা ও পরিচয় দান করেন। আল্লাহতায়ালা ঐ সকল ব্যক্তিকে তাঁহার পুরস্কার সমূহের সুসংবাদ দেন। ঐরূপ লোকদিগের জন্য ইবতেলা বা পরীক্ষা বস্তুতঃপক্ষে আল্লাহ-তায়ালার প্রীতিলাভের কারণ ঘটায়। কোন আজমায়েশ বা পরীক্ষা তাহাদিগকে নিশ্চিহ্ন করিতে পারে না বরং আল্লাহতায়ালা তাহাদিগকে রুহানী উন্নতি ও মর্যাদাসমূহ দান করিতে থাকেন।

হুজুর বলেন, মক্কী জীবনে সাহাবা কেরাম (রাঃ) কঠোরতম জুলুম-অত্যাচার এবং পরীক্ষা ও সঙ্কটের সম্মুখীন হওয়া সত্বেও ধৈর্য, স্থৈর্য এবং এস্তেকামাতের যে মহান আদর্শ স্থাপন

করিয়াছেন, বস্তুতঃপক্ষে তাহা ছিল হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের তরবিয়ত ও পবিত্রকরণ শক্তির কামালিয়ত। আমাদের এই ঈমান যে তিনি জিন্দা নবী, এবং তাহার প্রমাণ এই যে, তাঁহার তরবিয়ত এবং পবিত্রকরণ শক্তির নিদর্শন সমূহ কিয়ামতকাল পর্যন্ত জগতে পরিদৃষ্ট হইতে থাকিবে। তাঁহার জামানায় তাঁহার জীবদ্দশায় যেমন ঐ সকল নিদর্শন ও নমুনা প্রকাশিত হইয়াছে, তেমনি বর্ত্তমান জামানায়ও প্রকাশিত হইয়া চলিয়াছে। মুমেনগণ এই যুগেও ইনশাআল্লাহতায়ালা কখনও তাহাদের খোদার প্রতি বে-ওফায়ী ও বিশ্বাসঘাতকতা প্রদর্শন করিবে না। খোদাতায়ালা আমাদের সকলকে ইহার তওফিক দিন, আমিন!

সমাপ্তি ভাষণ:

হুজুর আকদাস (আইঃ) তাঁহার সমাপ্তি ভাষণের প্রারম্ভে বলেন: প্রত্যেক জামাতের কতকগুলি নির্দিষ্ট চিহ্ন, আলামত, গুণ ও বৈশিষ্ট্য থাকে; তাহারা একটি বিশেষ স্বভাব-চরিত্রের অধিকারী হইয়া থাকে, যাহা অন্যান্য জামাত বা দল হইতে তাহাদিগের পার্থক্য ও স্বাতন্ত্র্য নিরূপিত করে। জামাত আহমদীয়ারও এক বৈশিষ্ট, চরিত্র ও স্বভাব (মেযাজ) আছে, কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট চিহ্ন, গুণ ও বৈশিষ্ট্য আছে, যদ্বারা তাহাদের পরিচয় নিরূপিত হয়।

জামাত আহমদীয়ার প্রথম ও প্রধান গুণ ও বৈশিষ্ট্য হইল এই যে, উহা একটি অত্যন্ত বিনয়ী, নম্র ও অমায়িক জামাত। আমাদের জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ মউওদ ও ইমাম মাহদী (আঃ) বলিয়াছেন যে, আমাদের খোদার নিকট অমায়িকতা ও বিনয় সুলভ পন্থাবলীই পছন্দনীয়, এবং যাহা আমাদের খোদা পছন্দ করেন, তাহা আমরাও পছন্দ করি। আমাদের অন্তরে কখনও অহংকার ও গর্ব মূলক প্রবৃত্তসমূহের উদ্ভব হয় না। আমরা সন্দেহাতীত জ্ঞানের ভিত্তিতে এই বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত যে, আল্লাহতায়ালা যে সকল অনুগ্রহ ও পুরস্কার আমাদিগকে দান করিয়াছেন, সেগুলি আমাদের কোন ব্যক্তিগত বা সাক্ষাৎ গুণের কারণে আমরা লাভ করি নাই, বরং সেগুলি একমাত্র তাঁহারই ফজল ও কৃপার ফলশ্রুতি বিশেষ

আমাদের জামাতের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, সমগ্র জগতের মানুষের প্রতি প্রেম, ভালবাসা ও সহানুভূতি এবং হিতৈষণা আমাদের স্বভাবের অবিচ্ছেদ্য অংগ। ইহা আমাদের শুধু মৌখিক দাবী নয়, বরং আমাদের কার্যাবলী এবং আমাদের ভাবাবেগ ও অনুভূতির প্রতিটি ছাপ সাক্ষ্যদান করে যে আমরা সমগ্র মানবজাতিকে ভালবাসি এবং তাহাদের হিতাকাঙ্খী। কাহারও প্রতি আমাদের শত্রুতা নাই বরং প্রত্যেকের প্রতিই আমাদের সহানুভূতি ও শুভাকাঙ্খা রহিয়াছে। বস্তুতঃ সত্য এই যে, জগতে প্রেম ও ভালবাসাই সর্বপেক্ষা শক্তির আধার। মানব ইতিহাস এই সাক্ষ্য বহন করে যে, দুনিয়াতে ঘৃণা কখনও সফলতা অর্জন করে নাই, এবং আমাদের খোদা পরিণামে সদাসর্বদা প্রীতি ও ভালবাসার পতাকাধারী গণকেই সাফল্য মণ্ডিত করিয়াছেন।

হুজুর বলেন, আমাদের জামাতের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, আমরা শান্তিপ্রিয় মানুষ। কখনও আইনভঙ্গ করি না। কোন অবস্থাতেই আমরা ফেৎনা-ফসাদে অংশ গ্রহণ করিনা। হযরত রসুলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি আমাদের অন্তরে যে এশ্‌ক ও মহব্বত বিরাজ করিতেছে, উহার সহিত কোন আইনের যদি সংঘর্ষ না হয়, তাহা হইলে আমরা নিশ্চই সেই আইনকে শ্রদ্ধা করি ও পালন করি, এবং সর্বদা করিতে থাকিব।

হুজুর বলেন, যদিও বর্তমান যুগের সভ্য-জগতে সাধারণতঃ এরূপ আইন-কানুন রচনা করা হয় না, যাহা কাহারও ধর্মীয় অনুভূতিসমূহকে লইয়া খেলা-তামাসা করে, তথাপি এখনও যেমন—ইউরোপ, আমেরিকা অথবা কতক দ্বীপপুঞ্জে কখনও কখনও ঐরূপ আইন তৈয়ার করা হয় বা কতক আইন দুনিয়াতে এরূপভাবে প্রয়োগ করা হয়, যাহা অন্যের বিবেক-অনুভূতির সহিত খেলা করার নামান্তর হইয়া থাকে। কিন্তু এরূপ ক্রিয়া-কাণ্ডকারীগণও বিশ্ববাসীর বিবেককে প্রবোধ দানের উদ্দেশ্যে এবং নিজেদের কার্য-কলাপকে বৈধতার রূপদানের কুমতলবে কতক যুক্তি এবং নৈতিক দলীল খাড়া করার প্রয়াস পায়। যেমন, দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গ সংখ্যালঘু সরকার আছে। তাঁহারা ভালবাসার দ্বারা সেখানকার সংখ্যা গরিষ্ঠের মন জয় না করিয়া যদিও কতক আইন তৈরীর মাধ্যমে তাহাদিগকে কাবু রাখার প্রয়াস পায়, তথাপি তাঁহারা সেই সকল আইনের বৈধতা প্রমাণের উদ্দেশ্যে কতক যুক্তি প্রমাণ পেশ করার চেষ্টা করেন কিন্তু তাহারা ইহাতে কখনও সফলকাম হইতে পারিবেন না। কেননা আজিকার বিশ্বের বিবেক জাগিয়া উঠিয়াছে। তথাপি এখনও সামগ্রিকভাবে সমস্ত বিশ্ব একত্র হইয়া ঐ প্রকার ক্রিয়া-কলাপকারীদের সংশোধন বা শায়েস্তা করার উদ্যোগ গ্রহণ করিতে পারেনা। কেননা কতকগুলি বৃহৎ জাতি নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থে অত্যাচারকারীদের সহিত সহযোগিতা করে এবং প্রলোভন বা ডিপ্লোমেসীর দ্বারা সেই সকল আইনের বৈধতা প্রমাণের অপপ্রয়াসে লিপ্ত হয়।

হুজুর বলেন, খোদাতায়ালার ফজলে এখন সারা বিশ্বে বিস্তৃত জামাত আহমদীয়ার মোট কথা এই বৈশিষ্ট্য যে তাহারা আইন মানিয়া চলে এবং দুনিয়াতে উচ্চাঙ্গীণ নৈতিক মূল্যবোধ কায়েমে চেষ্টিত। তাহাদের মেযাজ বা স্বভাবের ইহা একটি বিশেষ দিক যে তাহারা কখনও আইন ভঙ্গ করে না। এবং কখনও ফাসাদ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামায় অংশ গ্রহণ করে না এবং সৎকাজে দেশ ও জাতির স্বার্থে পূর্ণ সহযোগিতা করিয়া থাকে। কিন্তু এতদ্বারা কেহ যদি মনে করে যে আমরা কাহারও কথায় আমাদের খোদাকে ছাড়িয়া দিব, অথবা আমাদের 'মুহ্‌সেনে-আজম'—শ্রেষ্ঠ কল্যাণকারী রসুল হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম, যাঁহার 'সৌন্দর্য ও কল্যাণের জালওয়াসমূহ' আমরা দৈনন্দিন আমাদের জীবনে বাহুলরূপে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি, তাঁহার সহিত বে-ওফায়ী ও বিশ্বাসঘাতকতা করার জন্য উদ্যত হইব, তাহা হইলে তাহার স্মরণ রাখা উচিত যে, তাহা কখনও সম্ভব নয়। এরূপ

ভুল বুঝাবুঝি কাহারও মনে উদয় হওয়া উচিত নয়। আহ্‌মদী তো সে ব্যক্তিকেই বলা হয়, যে তাহার খোদার মহব্বতে এবং তাঁহার পবিত্র রসুল হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মাহাত্ম্য ও জালালের জ্যোতির্বিকাশসমূহে প্রেমমত্ত হইয়া ক্রমাগত আগাইয়া যাইতে থাকে।

শতবর্ষিকী জুবিলী পরিকল্পনার বরকত ও কল্যাণ ঃ

অতঃপর হুজুর আহমদীয়া শতবার্ষিকী জুবিলীর সেই মাহান পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করেন, যাহা ১৯৭৩ ইং সনের সালানা জলসার সময় হুজুর ইউরোপ এবং দুনিয়ার অন্যান্য সকল দেশে পবিত্র কুরআনের প্রকাশনা ও ইসলামের প্রচার অধিকতর সম্প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে জামাতের সামনে পেশ করিয়াছিলেন। হুজুর বলেন, জামাত আহমদীয়াকে এই জামানায় ইসলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে কায়েম করা হইয়াছে। উক্ত উদ্দেশ্যে এবং জামাত আহমদীয়ার জীবনের দ্বিতীয় শতাব্দীর সম্বর্ধনা উপলক্ষে কর্মসূচী হিসাবে উক্ত জুবলী পরিকল্পনা পেশ করা হইয়াছিল। কুরআন করীমের —"লে-উজ্‌হেরাহু আলাদ্‌দ্বীনে কুল্লেহি"—আয়াত অনুযায়ী, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পবিত্র বাণীসমূহ ও উম্মতের বুজুর্গানের বিভিন্ন কাশ্‌ফ (দিব্য অভিজ্ঞান) এবং হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর প্রতি অবতীর্ণ এলহাম সমূহে গবেষণা করিয়া আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছি যে, জামাত আহমদীয়ার জীবনের দ্বিতীয় শতাব্দী ইনশাআল্লাহ বিশ্বব্যাপী ইসলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার শতাব্দী হইবে। উক্ত শতাব্দীকে স্বাগত জানাইবার লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমাদের উপরে গুরু দায়িত্বভার ন্যাস্ত হয়। ঐ সকল দায়িত্ব সম্পন্ন করার পথে কিছুটা আগাইয়া যাওয়ার উদ্দেশ্যে আমি শতবার্ষিকী জুবিলী পরিকল্পনা ঘোষণা করিয়াছিলাম এবং বলিয়াছিলাম যে, আমরা ইহার দ্বারা ইউরোপের প্রতিটি দেশে মসজিদ এবং মিশন (প্রচার-কেন্দ্র) কায়েম করার এবং কুরআন মজিদের বিভিন্ন ভষায় তরজমাসমূহ জগতময় ছড়াইয়া দেওয়ার চেষ্টা করিব।

হুজুর (আইঃ) তাঁহার সাম্প্রতিক ইউরোপ সফরের বিভিন্ন অতি ঈমানবর্ধন ঘটনা ও অবিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, দুনিয়া আমাদের নিকট দাবী জানাইতেছে এবং প্রতিদিনই এই দাবী জোরদার হইয়া চলিয়াছে যে, আমরা যেন তাহাদের সামনে ইসলামের সর্বাঙ্গীণ সুন্দর শিক্ষাকে পেশ করি এবং কুরআন করীমের তরজমা তাহাদের নিকট উপস্থাপিত করি। যখন আমরা সন্দেহাতীতভাবে এই বিশ্বাস ও ঈমানে কায়েম আছি যে, খোদাতায়ালা আমাদিগকে ইসলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা হইলে আমাদের জন্য বাধ্যকর, আমরা যেন আমাদের শক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী এই প্রসঙ্গে যথাসম্ভব প্রচেষ্টা চালাই ও কুরবানী পেশ করি। খোদাতায়ালার এই ওয়াদা আছে যে, আমরা যদি আমাদের সাধ্যানুগ কুরবনী পেশ করিয়া দেই, তাহা হইলে আমাদের সামর্থ্য এবং দ্বীনের জরুরতের মধ্যে যে ব্যবধান থাকিবে, তাহা খোদাতায়ালা স্বয়ং পূর্ণ করিবেন। সেজন্য আমাদের অবশ্য কর্তব্য যে, আমরা যেন কুরআন প্রকাশনা এবং ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে সাধ্যমত চেষ্টা করিয়া যাইতে থাকি।

এই পর্যায়ে হুজুর প্রসঙ্গতঃ ইহাও ঘোষণা করেন যে, ছোটদের কোরআন করীম নাজেরা পাঠের জন্য কায়দা ইয়াস্‌সার নাল-কুরআনের প্রাঞ্জল লিপি-পদ্ধতিতে তরজমা বিহীন কুরআন মজীদ সম্প্রতি আমাদের জামাতের পক্ষ হইতে প্রকাশ করা হইয়াছে, যাহা খোদা তায়ালার ফজলে সর্বপ্রকারের ভুলত্রুটি মুক্ত। উহার হাদিয়াও খুবই কম রাখা হইয়াছে। বন্ধুগণ তাঁহাদের বচ্চাদের নাজেরা পড়াইবার জন্য উহা এখন লাভ করিতে পারেন।

আন্তর্জাতিক 'কাসরে-ছলিব' কনফারেন্সের অসাধারণ সাফল্য :

অতঃপর হুজুর (আইঃ) জুন মাসের প্রারম্ভে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক 'কাসরে-ছলীব' কনফারেন্সের কথা উল্লেখপূর্বক বলেন যে, উহা শতবার্ষিকী জবিলী পরিকল্পনাধীন অনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং আল্লাহতায়ালার ফজলে প্রভাব ও ফলাফলের দিকদিয়া অসাধারণ পর্যায়ে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। হুজুর ইহার বিভিন্নমুখী সাফল্যের উপরে আলোকপাত করিয়া বলেন যে, ইহার কারণে সকল খৃষ্টান মহলে প্রকম্পন শুরু হইয়া গিয়াছে। বারংবার আমাদের পক্ষ হইতে ভাব-বিনিময় ও আলোচনার দাওয়াত ও আহ্বান জানানো সত্ত্বেও এবং এতদসত্ত্বেও যে, প্রথমে পাদরীগণ ইহাতে সম্মতিও প্রকাশ করিয়াছিলেন কিন্তু এখন আর তাঁহারা ইহার জন্য প্রস্তুত নন। মসীহ (আঃ)-এর কাফন (Turin Shroud) -এর উপর গবেষণা সম্পর্কে যে ঘোষণা তাঁহাদের পক্ষ হইতে করা হইয়াছিল, তাহাও তাঁহারা আমাদের কনফারেন্স অনুষ্ঠানের ঘোষণার পরে অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ করিয়া দিয়াছেন এবং তাঁহারা ইহাও বলিয়াছেন যে, যদি উক্ত গবেষণা অনুষ্ঠিতও হয়, তথাপি উহার ফলাফলের ঘোষণা ত্রিশ বৎসরকাল পরে করা হইবে। হুজুর বলেন, যদিও আজ ঈসায়ী পাদরীগণ ভাব-বিনিময় ও আলোচনা করিতে অস্বীকার করিয়াছেন, তথাপি আমি আশা রাখি যে, কোন না কোন এক সময় খৃষ্টান-জগৎ তাহাদের পাদ্রীগণকে আমাদের সহিত আলোচনায় অবতীর্ণ হওয়ার জন্য বাধ্য করিবে। ইনশাআল্লাহ।

এই পর্যায়ে হুজুর আন্তর্জাতিক 'কাসরে সলীব' কনফারেন্সে প্রদত্ত তাঁহার ঈমানউদ্দীপক ভাষণের কথা উল্লেখ করেন যাহা অসাধারণরূপে কার্যকরী ও প্রভাববিস্তারের কারণ হইয়াছিল হুজুর তাঁহার উক্ত ভাষণের একাংশ টেপ রেকর্ড ও উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীকে শোনান, যাহা আল্লাহতায়ালার ফজলে তাঁহাদের ঈমান বৃদ্ধির কারণ হয়। ইহাতে হুজুর অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাবে হযরত মসীহ (আঃ)-এর ক্রুশীয় মৃত্যু হইতে নিষ্কৃতিলাভ সম্পর্কে উল্লেখ করিয়া ইউরোপবাসীর নিকট ইসলামের প্রচারবাণী পৌঁছাইয়াছেন এবং তাহাদিগকে রসুল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পতাকার নীচে সমবেত হওয়ার জন্য দাওয়াত দিয়াছেন। পরিশেষে হুজুর বলেন, আমাদের চক্ষু পরিস্থিতির দিগন্তে ইসলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার পূর্বাভাসসমূহ প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেছে। কিন্তু ইহার জন্য আমাদিগকে অবশ্যই কুরবানী দিতে হইবে। আমাদের সময় কুরবান করিতে হইবে এবং সকাতরে খুব বেশী দোওয়া করিতে হইবে : একমাত্র এই পথেই দুনিয়া এক ও অদ্বিতীয় খোদা এবং তাহাদের শ্রেষ্ঠ ও মহান কল্যাণকারী রসুল হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে শনাক্ত ও তাঁহার সত্যতা উপলব্ধি করিয়া ইসলামের পতাকার নীচে একত্রিত হইয়া 'উম্মতে ওয়াহেদা'—একই মণ্ডলীতে পরিণত হইতে পারিবে, ইনশাআল্লাহ।

(আলফজল, ৩০শে অক্টোবর ১৭৮ইং)

অনুবাদ : আহমদ সাদেক মাহমুদ

ঈদুল আয্‌হা

১। বিশ্ব-স্রষ্টার রূপের প্রভা অদৃশ্য কি তবুও
ইব্রাহিমী কোরবানী দৃশ্য ভুলে যেওনা কভুও।

২। পিতা-পুত্র-মাতা একপ্রাণ, এক সংকল্পে সবই
অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা-দীপ্ত মরুদ্যানের ছবি।

৩। সত্যের রূপ চির সুন্দর উজ্জ্বল কিরণ ময়
কল্পনার কাহিনী বিরাট মিথ্যার অভিনয়।

৪। আলেফ্‌লায়লা, আমীর হামজা, ভারত-রামায়ন
কোন মহাকাব্যে নাই এ-দৃশ্য সম্মোহন।

৫। উর্দ্ধে আকাশ নিম্নে ভূতল মহানির্জ্জনতা
পিতা-পুত্র-মাতৃ হৃদে এক কোরবানীর বারতা।

৬। পিতৃ-আদেশ—প্রাণাধিক প্রিয় পুত্রের কোরবানী—
পালন কর—হে পিতঃ আমার, আল্লাহর আদেশ বাণী।

৭। মুহুর্তেকের প্রস্তুতি এই কোরবানীর এক ধ্যান
কবুল করেন এ কোরবানী আল্লাহ জল্লিশান।

৮। আল্লাহর নৈকট্য লাভের আনন্দ, সম্প্রীতি—
"ঈদুল আযহা" ইসমাইলী এত্‌-আ'আতেরই স্মৃতি।

৯। এইখানেই মুস্লিম প্রাণের বাণী সঞ্জীবনী—
"মগজুব" ইহুদী দুনিয়ায় বঞ্চিত কোরবানী।

১০। 'খুন-বদন' কাহিনী নহে ঈদুল আযহার গাঁথা
মহা সত্যের পুর্ণ প্রকাশ দ্বীন ইসলামের কথা।

১১। সমূহ জাতির বরেণ্য পিতা পেট্রায়ার্ক পয়গাম্বর—
সেই সে স্মৃতির যোগ্য বাহক কোরআনের অনুচর।

১২। কোরবানীর আদর্শ রূপে বিভুষিত যাঁরা
নবী সিদ্দিক শহীদ সালেহ মোহাম্মদী তাঁরা।

১৩। তাঁরাই দুনিয়ায় আহমদী—তাঁদের তবলীগী খেতাব
কোরবান তাঁরাই আবার হেরে—ইসলামী আফতাব।

—চৌধুরী আব্দুল মতিন

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সত্যতা

মূল : হযরত মীর্যা বশীরউদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—৩৬)

সাধারণ বিষয়ে মত-বিরোধ দূরীকরণ :

পূর্বোল্লিখিত বিষয়গুলোর দ্বারা প্রধান প্রধান ধর্মীয় বিষয়াবলী তথা ধর্মীয় মূল বিশ্বাস এবং কর্তব্যাবলী সম্পর্কিত মত-পার্থক্য ও কুসংস্কার-জনিত বিরাজমান পরিস্থিতি এবং সেইসংগে আগমনকারী হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মওউদ (আঃ) কর্তৃক প্রদত্ত প্রকৃত ইসলামী শিক্ষা ও জীবন-ব্যবস্থার সংস্কার ও পুনর্জাগরণ পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। অনুরূপভাবে কতকগুলো ছোট-খাটো এবং সাধারণ বিষয়েও মুসলিম সমাজে এমন কিছু কিছু অনৈসলামিক ধ্যান-ধারণা ও আচার-অনুষ্ঠান অনুপ্রবেশ লাভ করেছে যেগুলো মূলতঃ ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার সম্পূর্ণ বিপরীত। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বিদেশী ভাষা যেমন ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করা সম্বন্ধে কিছুকাল পূর্বও 'কুফরী" ফতোয়া দেওয়া হয়েছিল। তেমনিভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অধ্যায়ন করা, বিশেষতঃ পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান চর্চা করাকেও 'কুফরী ফতোয়া দ্বারা সীল-মোহর করা হয়েছিল।

অন্যদিকে ইসলামের কতকগুলো মৌল অনুশাসন ও রীতি-নীতির প্রতিও চরম অবহেলা প্রদর্শন করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, সুদ-পদ্ধতির মাধ্যমে ঋণদান করা এবং গ্রহণ করাকে অধিকাংশ ব্যক্তি অত্যন্ত হাল্কাভাবে বিবেচনা করে থাকে—যদও সুদ গ্রহণ করা পবিত্র কুরআনের অনুশাসন অনুযায়ী আল্লাহতা'লার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সমতুল্য (সুরা বাকারা ২৮০ আয়াত দ্রষ্টব্য) বলে অভিহিত করা হয়েছে।

মুসলমানদের মধ্যে অনেকগুলো ফেরকা বা সম্প্রদায় রয়েছে যাদের মৌল বিষয়াবলী ছাড়াও ছোট খাটো ব্যাপারে এবং বিস্তারিত বিষয়াবলীতেও অন্তহীন আন্তঃ সাম্প্রদায়িক মত-পার্থক্য রয়েছে। যেমন বা-জামাত নামাযে পঠিত সুরা ফাতেহার পর 'আমিন' শব্দটি জোরে কিম্বা আস্তে বলতে হবে সে সম্বন্ধেও প্রচুর মতবিরোধ রয়েছে—এর ফলে অনেক সাম্প্রদায়িক কলহ-কোন্দলও হয়েছে। অনুরূপভাবে নামাযে 'তাশাহুদ' পড়ার সময় তর্জনী আঙ্গুল দ্বারা ইসারা করতে হবে কি না সে সম্বন্ধেও মতভেদ রয়েছে। এই ধরণের আরো নানা বিষয়ে বিভিন্ন দল ও উপদলের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। এই সকল বিষয়ের ফলশ্রুতিতে দৈনন্দিন জীবনে মুসলমানগণ বিভ্রান্তির সহজ শিকারে পরিণত হয়েছে—পক্ষান্তরে তারা প্রকৃত ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শ হতে দূরে সরে পড়েছে।

হযরত মীর্যা সাহেব প্রাত্যহিক জীবনের সমস্যাবলী অত্যন্ত সুনিপুনভাবে সমাধান করেন। তিনি প্রকৃত ইসলামী শিক্ষার মাধ্যমে মুসলিম সমাজে পুন-র্জাগরণের এক মহা-

প্রবাহের সৃষ্টি করেন। তিনি এই শিক্ষা দিলেন যে, ধর্মীয় কর্তব্যকর্মের প্রতি অবহেলা প্রদর্শনকে মুসলমানদের জন্য মৃত্যুতুল্য মনে করতে হবে। অনুরূপভাবে তিনি অন্ধবিশ্বাসেরও মুলোৎপাটন করেন এবং বলেন যে, ধর্মীয় শিক্ষাগুরু হিসেবে যে কোন ব্যক্তিকে বিচার-বিশ্লেষণ না করে অন্ধের ন্যায় অনুসরণ ও অনুকরণ করা সঠিক নয়। আল্লাহতালা আমাদেরকে যে জ্ঞান বুদ্ধি দিয়েছেন তার মাধ্যমে আমাদের উচিৎ বিচার করা—পবিত্র কুরআন এবং হাদীসের জ্ঞানালোক দ্বারা নিজ নিজ কর্তব্য ও দায়িত্ব নির্ণয় করা এবং যথাযথ 'আমল' করা। বিবেক ও বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত না হয়ে অন্ধের ন্যায় অনুকরণ করা সুস্থ বুদ্ধির পরিচায়ক নয়।

হযরত মীর্যা সাহেব ধর্মীয় বিধি-নিষেধের পরিধিকে অপ্রসাঙ্গিকভাবে সম্প্রসারিত করার প্রবণতা-জনিত বিভ্রান্তির সংশোধন করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি বল্লেন যে, পৃথিবীর সকল ভাষাই খোদাতা'লার সৃষ্টি এবং প্রয়োজনে যে-কোন ভাষা শিক্ষা করাতে কোন দোষ নেই। তেমনিভাবে পার্থিব, নৈতিক, অধ্যাত্মিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি বিভিন্ন প্রয়োজনে আমরা যদি বস্তু-বিজ্ঞান এবং সমাজ-বিজ্ঞানের সংশ্লিষ্ট অন্যান্য শাখা সম্বন্ধে পড়াশুনা করি তাতেও কোন দোষ নেই। যে সকল জ্ঞান-শাখা অধ্যায়ন করে খোদাতা'লার সৃষ্টি-জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে আরো গভীরভাবে উপলব্ধি করা যায়, সেগুলি অধ্যয়নের ফলে আমাদের ধর্মীয় বিশ্বাসেরই প্রগাঢ়তা বৃদ্ধি পায়।

হযরত সাহেব মুসলমানদেরকে সুদ-পদ্ধতি সম্বন্ধে ইসলামী শিক্ষার মূল-কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন এবং তিনি ঘোষণা করেছেন যে, সুদ-ব্যবস্থার সুদূর প্রসারী কুফল সম্বন্ধে ইসলাম সুদ ব্যবসায়ী এবং সুদ-পদ্ধতির অনুসারীদেরকে সুস্পষ্টভাবে সতর্ক করে দিয়েছেন। পার্থিব জীবনের স্বার্থোদ্ধার কল্পে এবং অধিকতর লাভের জন্য ইসলামের এই শিক্ষাকে আমরা কোন ক্রমেই পরিবর্তনের চেষ্টা করতে পারি না। আল্লাহতা'লা বলেছেন :

"যাহারা সুদ গ্রহণ করে তাহারা শয়তান কর্তৃক প্ররোচিত উন্মাদ ব্যক্তিদের ন্যায়; কারণ ঐ সব লোক বলে: ব্যবসাও তো সুদের মতই; কিন্তু আল্লাহ ব্যবসা 'হালাল' বা বৈধ করিয়াছেন এবং সুদকে 'হারাম' বা নিষিদ্ধ করিয়াছেন।" (সুরা বাকারা : ২৭৬)

হযরত মীর্যা সাহেব ধর্মীয় কর্তব্য কর্ম সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা পেশ করেন এবং বলেন যে, এই সকল কর্তব্য-কর্ম দুভাগে বিভক্ত : (১) প্রধান কর্তব্যসমূহ বা মৌলিক বিষয়াবলী এবং (২) অপ্রধান বা সাধারণ বিষয়াবলী—যেগুলো মৌলিক বিষয় সমূহেরই বিস্তারিত অংশবিশেষ। প্রথম প্রকারের বিষয়াবলী মূলতঃ পবিত্র কুরআনেই বর্ণিত হয়েছে এবং এগুলো সম্পর্কে মত-পার্থক্যের প্রশ্নই উঠতে পারে না।

পক্ষান্তরে দ্বিতীয় প্রকারের বিষয়াবলীর মধ্যে কতকগুলো হযরত রসুল করীম (সাঃ) কর্তৃক বিশেষ কোন অবস্থার প্রেক্ষিতে নির্দেশিত হয়েছে। এই ধরণের কর্তব্যাবলী সম্পাদনের দায়িত্ব আমাদের উপর ততখানিই বর্তায় যতখানি হযরত রসুল করীম (সাঃ)

আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন। অনেক সাধারণ বা মামুলী বিষয় রয়েছে যেগুলো স্বয়ং হযরত রসুল করীম (সাঃ) এবং প্রাথমিক মুসলমানগণও যুগ যুগ ধরে একাধিক পদ্ধতি অনুযায়ী সম্পাদন করেছেন তাই এই ধরণের মামুলী বিষয়ে আমরাও বিভিন্নভাবে সম্পাদন করতে পারি। কারণ মামুলী বিষয়ে পদ্ধতির এরূপ বিভিন্নতা মুলতঃ 'সুন্নাহ' বা হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর ব্যবহারিক জীবনদার্শেরই অংশবিশেষ। হযরত রসুল করীম (সাঃ) এই ধরণের মামুলী বিষয়ে পদ্ধতি নির্বাচনের স্বাধীনতা দিয়েছেন এবং তিনি স্বয়ং বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্নতর পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, যার ফলে একথা সন্দেহাতীতরূপে প্রকাশিত হয়েছে যে, কোন কোন মামুলী বিষয়ে বিভিন্ন ব্যক্তি বা বিভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষিতে পদ্ধতিগত পার্থক্য থাকতে পারে। এরূপ একটি বিষয়ের দৃষ্টান্ত-স্বরূপ 'তকবীর' বলার সময় হাত উঠানোর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। হযরত রসুল করীম (সাঃ) কখনো কখনো হাত উঠিয়েছেন, আর কখনো কখনো হাত উঠান নাই। ফলে উভয় পদ্ধতিই বিধি-সম্মত। এমনিভাবে বা-জামাত নামাযে 'আমিন" উঁচু আওয়াজেও বলা যেতে পারে, মনে মনেও বলা যেতে পারে। হযরত রসুলুল্লাহ (সাঃ) উভয় পদ্ধতিই অনুমোদন করছেন। নামাযে দণ্ডায়মান অবস্থায় হাত কোথায় রাখতে হবে সে সম্বন্ধেও একই নীতি প্রযোজ্য। আমরা নিজ ইচ্ছানুযায়ী কোমরের কাছাকাছিও হাত বাঁধতে পারি। এই বিষয়ে আমাদের নিজ পসন্দই যথেষ্ট। সুতরাং এরূপক্ষেত্রে আমাদের পদ্ধতি কি হবে তা আমরা নিজেরাই পসন্দ করতে পারি—অন্যেরা এ সম্বন্ধে অন্যকোন পদ্ধতি পসন্দ করলে তাতে আমাদের বলার বা সমালোচনা করার কিছুই নাই। হযরত মীর্যা সাহেব এই সকল মামুলী বিষয় অত্যন্ত বিচক্ষণতার সংগে মীমাংসা করেছেন। যারা তাঁর কথা শুনেছে এবং অনুধাবন করেছে তারা এই ধরণের বিষয়ে মত-পার্থক্য জনিত কলহ-কোন্দল হতে রক্ষা পেয়েছে। এইভাবে হযরত মীর্যা সাহেবের মাধ্যমে আন্তঃ-সাম্প্রদায়িক সমঝোতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং মুসলমানগণ ইসলামের প্রথম যুগের ন্যায় অনাবিল ইসলামী জীবন ব্যবস্থার আস্বাদন লাভ করেছে। এই সকল কার্যের জন্য হযরত সাহেব ধন্যবাদ লাভের যথার্থ অধিকারী।

মুসলিম জন-জীবনে ইসলামী বিশ্বাস ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে যে সকল বিকৃতি, মতাবরোধ এবং মত-পার্থক্য অনুপ্রবেশ করেছিল সেগুলো হযরত মীর্যা সাহেবের হাতের ছোঁয়ায় এবং আল্লাহতা'লার বিশেষ ফজলে সমাধানের সুষ্ঠ পথ লাভ করেছে। ফলে ইসলাম পূর্বের গৌরবোজ্জ্বল দিনগুলোর ন্যায় পুনরায় নিজ সত্য-সুন্দর সত্তায় পুনোদ্ভাসিত হয়ে আকর্ষণীয় এবং কার্যকর ভূমিকা পালনে অবতীর্ণ হতে সক্ষম হয়েছে।

বহু শতাব্দী অতিক্রম করে যে পবিত্র কুরআন আবিকৃত আকারে আমাদের মধ্যে বিরাজমান সেই মহাগ্রন্থ আমাদের কাছে থাকা সত্বেও আমরা যতখানি পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিলাম তার চেয়ে অধিকতর পরিবর্তন সম্ভবপর ছিল না। হযরত মীর্যা সাহেব ইসলামের মূল বিশ্বাস পুনরুদ্ধার করে আমাদের সামনে ইসলামের আসল রূপ পেশ করেছেন—আর যদি ইহাই প্রতিশ্রুত মসীহ (আঃ)-এর জন্য নির্ধারিত কার্য হয়ে থাকে, তা'হলে হযরত মীর্যা সাহেবই যে 'প্রতিশ্রুত মসীহ" ছিলেন তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ আছে কি? (ক্রমশঃ)

'দাওয়াত ুল আমীর' গ্রন্থের সংক্ষেপিত ইংরেজী সংস্করণ 'Invitatiuo'-এরধারাবাহিক বঙ্গানুবাদ ঃ মোহাম্মদ খালিলুর রহমান)

মোহরের অর্থ ও উদ্দেশ্য

সাধারণতঃ 'মোহর' শব্দের অর্থ ও উদ্দেশ্য কোন কিছুকে বন্ধ করা বলে ধরে নেয়া হয়েছে। কিন্তু একটু চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, কথাটি ঠিক তা নয়। আসলে 'মোহর' কোনকিছুকে বন্ধ করার জন্য নয়, বরং কোনকিছুকে অকৃত্রিম বা প্রকৃত Authentic প্রতিপন্ন বা প্রমাণ করার জন্যই ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কোন দফতর অথবা পোষ্ট অফিসের চিঠিতে সীল-মোহর লাগানো হয়, তার উদ্দেশ্য চিঠিকে বন্ধ করা নয় বরং ইহাই চিহ্নিত বা প্রমাণ করার জন্য সীলমোহরের ব্যবস্থা করা হয় যে, চিঠিতে কোন দফতর বা পোষ্ট অফিস থেকে পাঠানো হয়েছে। ঠিক তেমনিভাবে কোন খামের ভিতরে জিনিষ রেখে তার মুখ বন্ধ করে মহর করা অথবা গালা দিয়ে সীল-মোহর করার উদ্দেশ্যে ঐ জিনিষটিকে বন্ধ করা নয়। কারণ, বন্ধ ত ওটাকে আগেই করা হয়ে গেছে, শুধু তার উপরে মোহর লাগিয়ে বা গালা দিয়ে কর্তৃপক্ষের দফতরের ছাপটি দেয়া হয়। চিঠি বন্ধ করার জন্য নয়, বরং ঐ ছাপ বা সীল-মোহর বেশ কয়েকটি কারণে দেয়া হয়ে থাকে, যথা :—

১। কোন খোলা চিঠির উপরে সীল-মোহর অথবা রবার ষ্টাম্পের সীল এ জন্য দেয়া হয়ে থাকে যাতে কর্তৃপক্ষকে বা চিঠির স্বাক্ষরকারী লোকটিকে চিহ্নিত করা যেতে পারে। চিঠির উপরে কোন সীল-মোহর বা স্বাক্ষর না থাকলে দফতরের নামও যদি লেখা থাকে তবুও চিঠিটা গ্রহীতার পক্ষে গ্রহণ যোগ্য নয়। বরং সেটা আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক হতে পারে না।

২। কোন বন্ধ খামের উপরে সীল-মোহর অথবা গালা সীল-মোহর এজন্যই করা হয় যেন প্রমাণ এর ভিতরে রাখা চিঠি অথবা আধেয় বস্তুসমুদয় যা রাখা হয়েছিল এবং যেমন রাখা হয়েছিল ঠিক তেমনিই রয়েছে। কিন্তু যদি এ খামের সীল বা মোহর ভাংগা থাকে তবে বলা হবে যে, ঐ বন্ধ খামকে খোলা হয়েছে বা জাল করা হয়েছে অথবা হস্তক্ষেপ করা হয়েছে—সুতরাং এমন খাম গ্রহণযোগ্য নয়।

৩। কোন বাক্সে অথবা কোন কামরায় জিনিষ বা আসবাবপত্র রেখে বন্ধ করার পর তালা লাগিয়ে তার উপরে মোহর বা গালা সীল-মোহর করার উদ্দেশ্যও ঠিক তাই যা উপরে (২নং) বলা হয়েছে।

মোহরের উল্লেখিত তিনটি উদ্দেশ্য দ্বারা একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো যে, কোন কিছুকে মোহর বা সীল করার অর্থ ও উদ্দেশ্য মোহরকৃত জিনিষকে অকৃত্রিম Genuine প্রমাণ করা বা Authenticate করা, স্বয়ং জিনিষকে বন্ধ করা নয়।

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে কোরআন শরিফে 'খাতমান্নাবীঈন" অর্থাৎ 'নবীগণের মোহর' বলার প্রকৃত অর্থ ও উদ্দেশ্যও ঠিক তাই তিনি খোদাতায়ালার প্রেরিত সকল আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম-এর জন্য 'মোহর' স্বরূপ, যাঁর প্রমাণদর্শনেই আমরা দুনিয়ার সকল ধর্মের নবীগণকে আজ নবী বলে জানি। তিনি খাতামান্নাবীঈন হয়ে এসে যখন আল্লাহতায়ালার এই বাণী ঘোষণা করলেন : لقد بعثنا فى كل امة رسولا

"আমরা নিশ্চয়ই প্রত্যেক জাতিতেই কোন না কোন রসুল প্রেরণ করেছি।" (সুরা নাহাল) এবং নিজেও (সাঃ) যখন বল্লেন যে 'আল্লাহতা'লা এক লাখ চব্বিশ হাজার আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামকে এই দুনিয়াতে প্রেরণ করিয়াছেন' (মিশকাত) তখন মোমেন-মুসলমান আল্লাহর উক্ত বাণী ও তাঁর কথাকে মেনে নিলেন। সুতরাং দুনিয়ার কোটি কোটি মুসলমান হযরত আদম, নুহ, ইব্রাহীম, মুসা, ইসা এবং দুনিয়ার অন্য সকল ধর্মের সম্মানিত নবীগণকে ইসলামের প্রিয় নবী 'খাতামান্নাবীঈন' সাল্লাল্লাহু আলাইহেস ওয়া সাল্লাম-এর মোহর লাগানো অর্থাৎ authenticate করাতেই নবী হিসাবে মেনে নিয়ে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। মোহর-এর বহুল প্রচলিত এবং প্রচারিত ভ্রান্ত ধারণা অনুযায়ী প্রিয় নবী (সাঃ) 'খাতামান্নাবীঈন' অর্থাৎ 'নবীগণের মোহর' হয়ে খোদাতায়ালার তরফ থেকে নবী আসাকে বন্ধ করেননি। বরঞ্চ তিনি 'মহর' এর প্রকৃত অর্থ ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী শুধু তাঁর পূর্ববর্তী নবীগণের সত্যতা ও নবুওতকেই মোহর করে স্বীকৃতি দান করেন নি বরং তিনি তাঁর পরবর্তী কালে আল্লাহতায়ালার প্রতিশ্রুত নবী অর্থাৎ বর্তমান যুগের মুজাদ্দিদে আযম তথা চতুর্দশ শতাব্দীর ইমাম মাহদী ও মসিহ মওউদ (প্রতিশ্রুত মসিহ) আলাইহিস সালামকে তাঁর এক হাদিসে চারবার 'নবী আল্লাহ' আখ্যাদান করে মোহর করেছেন এবং এই হাদীসটি মুসলিম শরীফে এই ভাবে বর্ণিত আছে :

يحصر نبى الله عيسى ..... يرغب نبى الله عيسى
يهبط نبى الله عيسى ... ... يرغب نبى الله عيسى
(مسلم باب ذكر الدجال)

—মাজহারুল হক

আনসারুল্লাহর ঢাকা কেন্দ্রীয় বার্ষিক ইজতেমা

আগামী ১০ ও ১১ই ডিসেম্বর ১৯৭৮ইং তারিখে বাংলাদেশ মজলিস আনসারুল্লাহর বার্ষিক ইজতেমা ঢাকা দারুত তবলীগে অনুষ্ঠিত হইবে। বাংলাদেশের সকল আনসার সাহেবানকে উক্ত ইজতেমায় শরীক হওয়ার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

নাযেমে আ'লা

বাংলাদেশ মজলিস আনসারুল্লাহ, ঢাকা

দোওয়ার আবেদন

জনাব এ, বি, এম আইয়ুব সাহেব, উপাধ্যক্ষ বাংলাদেশ সমবায় কলেজ, কোট বাড়ী, কুমিল্লা, সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট তাঁহার নিজের এবং তাঁহার পরিবারের সকলের জন্য শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সুস্থতা ও উন্নতির এবং বিভিন্ন রকম অসুবিধা বিদূরীত হওয়ার জন্য খাসভাবে দোওয়ার আবেদন জানাইয়াছেন।

প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ঃ—হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) কে কেন 'আঁ-হযরত' (সাঃ) বলা হয়?

উত্তর ঃ—'আঁ-হযরত' (সাঃ)-এর অর্থ "সেই হযরত"। সকল নবী তাঁহার আগমনের ভবিষ্যৎবাণী করিয়া গিয়াছেন। বিশেষ করিয়া তৌরাতে তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ ভবিষ্যৎবাণী রহিয়াছে :

"আমি উহাদের জন্য উহাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে তোমার সদৃশ এক ভাববাদী উৎপন্ন করিব, ও তাঁহার মুখে আমার বাক্য দিব, আর আমি তাঁহাকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিব তাহা তিনি উহাদিগকে বলিবেন। আর আমার নামে তিনি আমার যে সকল বাক্য বলিবেন, তাহাতে যে কেহ কর্ণপাত না করিবে, তাহার কাছে আমি পরিশোধ লইব। কিন্তু আমি যে বাক্য বলিতে আজ্ঞা করি নাই, আমার নামে যে কোন ভাববাদী দুঃসাহসপূর্বক তাহা বলে, কিংবা অন্য দেবতার নামে যে কেহ [illegible] সেই ভাববাদীকে মারিতে হইবে।" (তৌরাত, ১৮ : ১৮-২০ আয়াত)

তদনুযায়ী সকল জাতি যুগ যুগ ধরিয়া তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিয়া আসিতেছে। সেইসূত্রে তাঁহার সম্বন্ধে "সেই নবী" ও তাঁহার মারফত প্রতিশ্রুত পুস্তক সম্বন্ধে "সেই পুস্তক" মানুষের আলাপ আলোচনায় প্রচলিত হইয়াছে। পবিত্র কুরআনের সুরা 'বাকারার' গোড়াতেই "জালিকাল কিতাব" অর্থাৎ "সেই কিতাব" প্রণিধান যোগ্য।

হযরত ঈসা (আঃ)-এর আবির্ভাবের পূর্বে ইহুদীগণ তিন জন নবীর আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। যথা :- (১) ইলিয়াস (আঃ), (২) খৃষ্ট বা মসীহ এবং (৩) মহানবী তথা হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)। শেষোক্ত নবীকে "সেই নবী" রূপে তাহারা অভিহিত করিতেন, বাইবেলের যোহন পুস্তকের নিম্নলিখিত উদ্ধৃতি হইতে বিষয়টি বুঝা যাইবে :

"আর যোহানের সাক্ষ্য এই, যখন যিহুদিগণ কয়েকজন যাজক ও লেবীয়কে জিরূশালেম হইতে তাঁহার কাছে এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইল, 'আপনি কে?' তখন তিনি স্বীকার করিলেন, অস্বীকার করিলেননা, তিনি স্বীকার করিলেন যে, আমি সেই খৃষ্ট নই। তাঁহারা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তবে কি? আপনি কি এলিয়? তিনি বলিলেন, আমি নই। আপনি কি সেই ভাববাদী? তিনি উত্তর করিলেন, না।" (যোহন, ১ : ১৯-২১)

প্রশ্নগুলি জন-দি-ব্যাপ্টিষ্ট (ইয়াহিয়া নবী হযরত মসীহ কর্তৃক নির্ধারিত ইলিয়াস)-কে করা হইয়াছিল এবং তাহার উত্তর আয়াতগুলিতে লিপিবদ্ধ আছে। উপরোক্ত প্রমাণাবলী ও ঘটনামূলে হযরত রসুল করীম (সাঃ)-কে ইসলামী পরিভাষায় "আঁ-হযরত" (সাঃ) বা "সেই হযরত" (সাঃ) বলা হইয়া থাকে।

'আঁ'—ফারসী শব্দ, ইহার অর্থ "সেই"। সারা বিশ্বে সকল যুগের সকল নবী ও জাতি বিশ্বের উদ্ধারকর্তা ও শান্তিদাতা রূপে যাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিয়া আসিতেছে এবং যাঁহার দিকে বিশ্বের প্রতি মানবের সংকেতাঙ্গুলি উত্থিত হইয়া আসিয়াছে এবং দৃষ্টি প্রতীক্ষমান রহিয়াছে, তাঁহার জন্য 'সেই' শব্দ যথাযোগ্যভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে। বস্তুতঃ এইরূপ সর্বজন প্রতীক্ষিত মহানবীর জন্য এই মহা সম্মানকর "সেই নবী" বা "সেই হযরত" ব্যতিরেকে অন্য কোন সাংকেতিক ও ব্যাপক অর্থবোধক আখ্যা আর দ্বিতীয় কিছুই হইতে পারে না।

—মোহাম্মাদ

(আমীর, বাঃ আঃ আঃ)

কায়রো বিতর্ক ঃ দ্বিতীয় পর্যায়

(পূর্ব প্রকাশের পর)

—হযরত মওলানা আবুল আতা জলন্ধরী (রাঃ)

যীশুকে খোদা সাব্যস্ত করা ভুল ঃ

৬) খোদা ভয় করেন না, কারো জন্যে ভীতও হন না। যীশু কোন ভাবেই তার সমকক্ষ ছিলেন না। তিনি ইহুদীদের কাছে ভয়ে অভিভূত ও পরাভূত হয়ে পড়েছিলেন। নিম্নের কথাগুলো থেকেই তার প্রমাণ মিলিবে :

"অতএব সেই দিন অবধি তাহারা তাঁহাকে বধ করিবার মন্ত্রনা করিতে লাগিল। তাহাতে যীশু আর প্রকাশ্যরূপে ইহুদীদের মধ্যে যাতায়াত করিলেন না, কিন্তু তথা হইতে প্রান্তরের নিকটবর্তী জনপদে ইফ্রয়িম নামক নগরে গেলেন, আর যেখানে শিষ্যদের সঙ্গে অবস্থান করিলেন। (যোহন—২১ঃ ৫৩ , ৫৪)

"তখন তিনি শিষ্যদেরকে এই আজ্ঞা দিলেন, আমি যে, সেই খ্রীষ্ট, এ কথা কাহাকেও বলিও না।" (মথি ১৬ : ২০)

"কিন্তু তাঁহার ভ্রাতাগণ উৎসবে গেলে পর তিনিও গেলেন, প্রকাশ্যরূপে নয়, কিন্তু নয়, কিন্তু এক প্রকার গোপনে। (যোহন ৭ : ১০)

কি ভাবে আতঙ্কগ্রস্ত ও ভীরু এক মানবকে খোদা বলে মানা সম্ভব ?

৭) খোদার রাজত্ব জমিন ও আসমান জুড়ে। সর্বত্রই তাঁর কতৃত্ব সর্বোপরি কার্যকর তাঁর অথরিটিই সুপ্রীম। তাঁর ডিক্রী থেকে রেহাই পাওয়া যেমন সম্ভব নয়, তেমনি তা প্রতিহত করাও অসম্ভব। এই সব গুণাবলী যে যীশুর জন্যে প্রযোজ্য নয়, তা আমরা সবাই ভালভাবেই জানি—

"তিনি তাঁহাদেরকে কহিলেন, তোমারা আমার পাত্রে পান করিবে বটে, কিন্তু যাহাদের জন্য আমার পিতা কতৃক স্থান প্রস্তুত করা হইয়াছে, তাহাদের ভিন্ন আর কাহাকেও আমার ডান পার্শ্বে বসিতে দেওয়ার অধিকার আমার নাই।" (মথি ২০ : ২৩)

"পরে তিনি কিঞ্চিৎ অগ্রে গিয়া উবুড় হইয়া পড়িয়া প্রর্থনা করিয়া কহিলেন হে আমার পিতা ঃ, যদি সম্ভব হয় তবে এই পানপাত্র আমার নিকট হইতে দূরে যাউক, তবু আমার ইচ্ছামত নয়, তোমার ইচ্ছামত হউক। (মথি ২৬:৩৯) সত্য সত্য ইহাই মসিহ খোদা ছিলেন না।

৮) খোদা তো তাঁর সকল সৃষ্টির উর্ধে। তাঁকে কেউ ভাল কিম্বা মন্দের জন্য পরীক্ষা করতে পারে না। "পরীক্ষার সময় কেহ না বলুক, ঈশ্বর হইতে আমার পরীক্ষা হইতেছে, কেননা মন্দ বিষয়ের দ্বারা ঈশ্বরের পরীক্ষা করা যাইতে পারে না, আর তিনি নিজে কাহারও পরীক্ষা করেন না, (যাকোব ১ : ১৩)

পক্ষান্তরে, এক বা দুদিনের ব্যাপারে নয়, সুসমাচারগুলিই আমাদেরকে বলে যে, ক্রমাগত চল্লিশ দিন ধরে শয়তান যীশুকে পরীক্ষা করেছিল এবং শয়তান যেখানে খুশী তাঁকে পরিচালিত করেছিল এবং তিনি অনুসরণও করেছিলেন। রক্ষা করেন ' আঘাত লাগে ।

যীশু পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হইয়া জর্ডন হইতে ফিরিয়া আসিলেন এবং চল্লিশ দিন পর্যন্ত সেই আত্মার আবেশে প্রস্তর মধ্যে চালিত হইলেন, আর শয়তান দ্বারা পরীক্ষিত হইলেন। সেই সকল দিন তিনি কিছুই আহার করেন নাই, পরে সেই সকল দিন শেষ হইলে ক্ষুধিত হইলেন। তখন শয়তান তাহাকে কহিল, তুমি যদি ঈশ্বরে পুত্র হও, তবে এই পাথর খানিকে বল, যেন ইহা রুটি হইয়া যায়। যীশু তাহাকে উত্তর করিলেন, লেখা

আছে "মনুষ্য কেবল রুটিতে বাঁচিবে না" পরে কে তাহাকে উপরে লইয়া গিয়া মুহূর্ত্ত-কাল মধ্যে জগতের সমস্ত রাজ্য দেখাইল। আর শয়তান (Devil) দিয়াবল তাঁহাকে বলিল' তোমাকেই আমি এই সমস্ত কতৃত্ব ও এই সকলের প্রতাপ দিব, কেননা ইহা আমার কাছে সমর্পিত হইয়াছে, আর আমার যাহাকে ইচ্ছা, তাহাকে দান করি, অতএব মিতু যদি আমার সম্মুখে পড়িয়া প্রণাম কর, তবে এ সকলই তোমার হইবে। যীশু উত্তর করিয়া তাহাকে কহিলেন, লেখা আছে, 'তোমার ঈশ্বর প্রভুকেই প্রণাম করিবে, কেবল তাঁহারই আরাধনা করিবে। আর সে তাঁহাকে জেরুযালেমে লইয়া গেল, ও ধর্ম্মধামের ডার উপচূর দাঁড় করাইল, এবং তাহাকে কহিল, তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও, তবে এ স্থান হইতে 'তিনি আপন দূতগণকে তোমার বিষয়ে আজ্ঞা দিবেন, যেন তাঁহারা তোমাকে আর—তাঁহারা তোমাকে হস্তে করিয়া তুলিয়া লইবেন, পাছে তোমার চরণে প্রস্তরের যীশু উত্তর করিয়া তাহাকে কহিল, উক্ত আছে "তুমি আপন ঈশ্বর প্রভুর পরীক্ষা করিও না।" আর সমস্ত পরীক্ষা সমাপন করিয়া শয়তান কিয়ৎকালের জন্য তাহার নিকট হইতে চলিয়া গেল। (লূক ৪ : ১—১৩)

(৯) বাইবেল বলে :—"সদাপ্রভুর স্তব কর, কেননা তিনি মঙ্গলময়; তাঁহার দয়া অনন্ত কাল স্থায়ী।" (১ বংশাবলী–১৬ : ৩৪)

সুসমাচারে আছে যে, 'সৎ' এই স্তুতি যীশু প্রত্যাখান করেছেন : আর যীশু তাঁহাকে "বলিলেন, তুমি কেন আমাকে 'সৎ' বলিতেছ? ককজন ব্যতীত সৎ আর কেহ নাই, তিনি ঈশ্বর।" (মার্ক-১০ : ১৮) অতএব মসীহ্ খোদা ছিলেন না।

(১০) তাঁর নিদ্রা বা তন্দ্রা পায় না : "তিনি তোমার চরণ বিচলিত হইতে দিবেন না, তোমার রক্ষক ঢুলিয়া পড়িবেন না। দেখ যিনি ইস্রায়েলের রক্ষক তিনি তুলিয়া পড়েন না, নিদ্রা যান না।" (গীত-১৩১ : : ৩-৪)

পক্ষান্তরে, সমুদ্রের তুফান ও গর্জনের মধ্যেও যীশু এমন গভীর ঘুমে অচেতন ছিলেন যে অন্যদেরকে ডাকাডাকি করে তাঁর ঘুম ভাঙ্গাতে হয়েছিল "পরে ভীষণ ঝড় উঠিল, এবং তরঙ্গমালা নৌকায় এমন আঘাত করিল যে, নৌকা জলে পূর্ণ হইতে লাগিল। তখন তিনি নৌকার পাশ্চাৎভাগে বালিশে মাথা দিয়া নিদ্রিত ছিলেন; আর তাহারা তাঁহাকে জাগাইয়া কহিলেন, হে গুরু, আপনার কি চিন্তা হইতেছে না যে, আমরা মারা পড়িলাম?" (মার্ক-৪ : ৩৭, ৩৮)

(১১) খোদা নিহত হন না। সুতরাং নিহত কেউ খোদা হতে পারেন না :

"তোমার নিহতকারীর সাক্ষতে তুমি কি কলিবে, 'আমি ঈশ্বর?' কিন্তু যে তোমাকে বিদ্ধ করিবে তাহার হস্তে তো তুমি মনুষ্যমাত্র, ঈশ্বর নহ।" (হিহি-২৮ : ৯)

"আমাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর সেই যীশুকে উত্থিত করিয়াছেন, যাহাকে আপনারা গাছে টাঙ্গাইয়া বধ করিয়াছেন; (প্রেরিত-৫ : ৩০)

যেহেতু ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল, সেহেতু ঈশ্বরত্ব তাঁর প্রতি আরোপিত হতে পারে না।

(১২) খোদার চাইতে বড় কেউ নাই। তিনি চূড়ান্ত শ্রেষ্ঠ। বাইবেল যীশু সম্পর্কে বলেছে : "তোমরা শুনিয়াছ যে, আমি তোমাদিগকে বলিয়াছি, আমি যাইতেছি, আবার তোমাদের কাছে আসিতেছি,। যদি তোমরা আমাকে প্রেম করিতে, তবে আনন্দ করিতে যে, আমি পিতার নিকট যাইতেছি : পিতা আমা অপেক্ষা মহান।" (যোহান-১৪ : ২৮)

"আর যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন, তিনি আমার সঙ্গে সঙ্গে আছেন ; তিনি আমাকে একা ছাড়িয়া দেন নাই, কেননা, আমি সর্বদাই তাঁহার সন্তোষজনক কার্য করি (যোহন ১৪ : ২৮ পল বলেছেন : 'কিন্তু আমার ইচ্ছা এই, যেন তোমরা জান যে, প্রত্যেক পুরুষের—মস্তক খৃষ্ট এবং স্ত্রীর মস্তক পুরুষ ; আর খৃষ্টের মস্তক ঈশ্বর " (করি-১১ : ৩)

(১৩ মৃতকে জীবিত করার ক্ষমতা কেবল খোদাতায়ালার : (২করি—১:৯)

"এবং আমরা নিজেদের মধ্যে এই রায় পাইয়াছিলাম যে, মৃত্যু আসিতেছে, যেন নিজেদের উপর নির্ভর না করিয়া নির্ভর করি ঈশ্বরের উপর—যিনি মৃতকে উত্থিত করেন।

মৃতকে জীবিত করা তো দূরস্থান যীশু স্বয়ং মৃত্যু বরণ করেন এবং খোদা তাঁকে উত্থিত করেন করেন : "ঈশ্বর যীশুকে উঠাইয়া আমাদের সন্তানগণের পক্ষে সেই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়াছেন, যেমন দ্বিতীয় গীতেও লেখা আছে, তুমি আমার পুত্র, অদ্য আমি তোমাকে জন্ম দিয়াছি। (প্রেরিত—১৩ : ৩৩)

যীশু খোদা ছিলেন না, ছিলেন তাঁর নেক বান্দা খোদা তাঁর প্রতি অনুগ্রহ করেছিলেন তাঁকে আশীষমণ্ডিত করেছিলেন। তিনি ছিলেন ইস্রাইলীয়দের জন্যে ধার্মিকতার মূর্ত আদর্শ। ১৪) খোদা অনন্য, ইউনিক। কেউ আর নেই তাঁর মত। তাঁর সত্তার, তাঁর গুণাবলীতে এবং তাঁর কর্মকাণ্ডে কেউ তাঁর অংশীদার নয়। যীশু ছিলেন অন্য সকল মানুষের মধ্যে একজন মানুষ। তাঁর জন্মের পূর্বে তাঁর মায়ের গর্ভে তিনি ছিলেন ভ্রূণ :

"পরে বালকটি বাড়িয়া উঠিতে ও বলবান হইতে লাগিলেন, জ্ঞানে পূর্ণ হইতে থাকিলেন, আর তাঁহার উপরে ছিল ঈশ্বরের অনুগ্রহ " (লুক-২ : ৪০)

"মনুষ্যপুত্র আসিয়া ভোজন ও পান করেন, তাহাতে লোকে বলে ঐ দেখ, একজন) পেটুক ও মদ্যপায়ী, কর গ্রাহীদের ও পাপীদের বন্ধু।' নির্দোষ পরিগণিত হয় নিজের কার্যাবলীদ্বারা। (মথি-১১ : ১৯) "যীশু তাহাকে কহিলেন, 'শৃগালদের গর্ত আছে, এবং আকাশের পক্ষিগণের বাসা আছে, কিন্তু মনুষ্যপুত্রের মাথা রাখিবার ঠাঁই নাই " (লুক-৯ :৫৮)

"আর যদি কেহ তোমাদেরকে কিছু বলে, বলিবে, প্রভুরই প্রয়োজন আছে ইহাদের তাহাতে সে তখনই তাহাদেরকে পাঠাইয়া দেবে।" (মথি-২১ : ৩)

"তিনি তাহাদেরকে কহিলেন, আমার প্রাণ মৃত্যুর দুঃখের ন্যায় দুঃখভারাক্রান্ত হইয়াছে, তোমরা এইখানে থাক, আর সতর্ক থাক। (মার্ক ১৪ : ৩৪) "যীশু যখন দেখিলেন তিনি রোদন করিতেছেন, ও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যে ইহুদীরা আসিয়াছিল, তাহারাও রোদন করিতেছে, তখন আত্মায় উত্তেজিত হইয়া উঠলেন উদ্বিগ্ন হইলেন, আর কহিলেন, তাঁহাকে কোথায় রাখিয়াছ ?' তাঁহারা কহিলেন প্রভু, আসিয়া দেখুন।' যীশু কাঁদিলেন " (যোহন ১১ : ৩৩-৩৫)

যীশু মানবীয় চাহিদাসমূহের অধীন ছিলেন এবং সে সব পূরণের চেষ্টাও তিনি করেছেন। পরিশেষে, খৃষ্টানদের মতানুসারেই বলা যায় যে দুশমনরা যীশুকে পেরেক মেরে লটকিয়ে হত্যা করেছিল। যীশুকে পবিত্র বাইবেল যে ভাবে সীমিত মাত্রা ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হিসেবে চিত্রিত করে রেখেছে, তাতে কি সত্যই তিনি খোদা হতে পারেন ?

এটা কি মেনে নেওয়া সম্ভব যে, তাঁকে বারবারই সর্বশক্তিমান খোদা বলে মান্য করা হতো ? ধর্মীয় বিশ্বাসের এটাই কি পুরস্কার যে, সাহায্যের জন্য যীশুকেই খুঁজে বের করতে হবে ? এই প্রশ্নগুলোর জবাব দিতে হবে। এবং সে জবাব হচ্ছেন—না যীশুকে যদি খোদা বলে ধরে নেওয়া হয় তাহলে, তাঁর ভক্তদের মত তিনিও নষ্ট হবেন। যারা যীশুকে খোদা মানে, তারা আসলে খোদাকেই জানে না। তারা খোদাতায়ালার পরম শক্তিধর গুণাবলী বা তিনি যে চরম ক্ষমতাসমূহের প্রভু তা কখনই উপলব্ধি করার চেষ্টা করে না। (ক্রমশঃ)

অনুবাদ : শাহ মোস্তাফিজুর রহমান

বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদিয়ার ৭ম বার্ষিক ইজতেমা

পুরস্কার প্রাপ্তদের তালিকা :

১। কোরআন তেলাওয়াত (খোদ্দাম)

১ম—শরিফ আহমদ পাটোয়ারী (শাহবাজপুর)
২য়—আব্দুল জলিল (ঢাকা)
৩য়—মো: বোরহানুল হক (তেজগাঁ)

২। কোরআন তেলাওয়াত (আতফাল)

১ম—সৈয়দ সোহেল আহমদ (তেরগাতী)
২য়—মো: শাখাওয়াত হোসেন (তেরগাতী)
৩য়—জুবায়ের আহমদ (বি-বাড়ীয়া

৩। বক্তৃতা প্রতিযোগিতা (খোদ্দাম)—ক গ্রুপ

১ম—আব্দুল বাতেন (ময়মনসিংহ)
২য়—আব্দুল হাদী (বি-বাড়ীয়া)
,, আব্দুল জলিল (ঢাকা)
৩য়—মো: হাবিব উল্লাহ (ঢাকা)

৪। বক্তৃতা (খোদ্দাম) খ-গ্রুপ

১ম—মো: দস্তুর উল্লাহ (জামালপুর)
২য়—শরীফ আহমদ পাটোয়ারী (শাহবাজপুর)
৩য়—আজহার উদ্দিন খন্দকার (ঢাকা)

৫। বক্তৃতা প্রতিযোগিতা (আতফাল) ক-গ্রুপ

১ম—মো: নাসিরুল হক (কুমিল্লা)
২য়—আশরাফ আহমদ (ঢাকা
৩য়—মো: শাখাওয়াত হোসেন (তেরগাতী)

৬। বক্তৃতা (আতফাল) খ-গ্রুপ

১ম—মুসলেম উদ্দীন আহমদ (জামালপুর)
২য়—তানভিরুল হক (কুমিল্লা)
৩য়—আব্দুস্ সালাম (কুমিল্লা)
,, মাকছুদুল হক (তেজগাঁ)

৭। ধর্মীয় জ্ঞানের পরীক্ষা (খোদ্দাম) ক-গ্রুপ

১ম—রাজীব উদ্দীন আহমদ (পাবনা)
২য়—আবদুল জলিল (ঢাকা)
,, মো: হাবিউল্লাহ (ঢাকা)
৩য়—আহমদ তবশীর চৌধুরী (ময়মনসিংহ)
,, আব্দুল বাতেন ,,

৮। ধর্মীয় জ্ঞানের পরীক্ষা (খোদ্দাম) ক-গ্রুপ

১ম—এ, কে, এম, আসাদ (ঢাকা)
২য়—মো: দস্তুর উল্লা (জামালপুর ময়:)
৩য়—ওয়াহিদুর রহমান (চাঁদপুর)
" আবুল কাশেম (কুমিল্লা)

৯। ধর্মীয় জ্ঞানের পরীক্ষা (আতফাল) ক গ্রুপ

১ম—আবদুল আউয়াল খান চৌধুরী (ঢাকা)
২য়—মো: আবুল হোসেন কুমিল্লা)
,, সৈয়দ সোহেল আহমদ (তেরগাতী)
৩য়—নাসিরুল হক (কুমিল্লা)

১০। ধর্মীয় জ্ঞানের পরীক্ষা (আতফাল) খ-গ্রুপ

১ম—মুসলেহ উদ্দিন (জামালপুর-ময়:)
২য়—আবদুস্ সালাম (কুমিল্লা)
৩য়—তানভিরুল হক (,,)

১১। নজম প্রতিযোগিতা (খোদ্দাম)

১ম—মোবাশেশর আহমদ (তারুয়া)
২য়—হেলালুল হক (তেজগাঁ)
৩য়—শরীফ আহমদ পাটোয়ারী (শাহবাজপুর)
,, মাসুম আহমদ (রেকাবী বাজার)

১২। নজম প্রতিযোগিতা (আতফাল)

১ম—যুবায়ের আহমদ (বি-বাড়িয়া)
২য়—মো: জসিম উদ্দিন (,,)
৩য়—সৈয়দ সোহেল আহমদ (তেরগাতী)

১৩। প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতা (দলীয়ভাবে)

১ম—জামালপুর (ময়মনসিংহ) মজলিসের দস্তর উল্লাহ, মো: রেজা উল্লাহও মোসলেহ উদ্দীন
২য়—(ময়মনসিংহ) মজলিসের আবদুল বাতেন, আহমদ তবশীর চৌ: ও মাসুম

১৪। বিস্কুট দৌড় (আতফাল) খ-গ্রুপ

১ম—মো: ইব্রাহীম খলিল (ঢাকা)
২য়—মনজুর আহমদ (বি-বাড়িয়া)
৩য়—নাসিরুল হক (কুমিল্লা)

১৫। বিস্কুট দৌড় (আতফাল) খ-গ্রুপ

১ম—মোহাম্মদ আহমদ (ঢাকা)
২য়—আহমদ ওবায়দুস্ সাত্তার (ঢাকা)
৩য়—ফকরুল আবেদীন (ঢাকা)
,, মকবুল আহমদ (নারায়ণগঞ্জ)

১৬। ভলিবল খেলা (খোদ্দাম) খ-গ্রুপ

১ মোহাম্মদ সাদেক (ময়মনসিং)
২। এ. কে. এম নুরুল আমিন (সিলেট)
৩। কামাল মাহমুদ খান (বি-বাড়িয়া)
৪। আবুল বরকত ,,
৫। গোলাম মোস্তফা (বীর পাইকশা)
৬। আবুল কালাম আজাদ (হুসনাবাদ)
৭। তাহের আহমদ (নারায়ণগঞ্জ)
৮। শহীদ মো: আবুল মওদুদ পাবনা
৯। আবুল কাশেম কুমিল্লা

১৭। উত্তম মজলিস

১ম—কুমিল্লা মজলিশ ও ময়মনসিংহ মজলিশ.
২য়—তেজগাঁ মজলিশ জামালপুর মজলিশ (ময়মনসিংহ

১৯৭৭-৭৮ সনের চাঁদা পূর্ণ করিবার জন্য সনদ-ই ইমতিয়ায প্রাপ্ত মজলিশের তালিকা—

১। কুমিল্লা মজলিস
২) ব্রাহ্মণবাড়িয়া
৩) চট্টগ্রাম
৪) সেলবরষ
৫)) ময়মনসিংহ
৬) জামালপুর মজলিশ (ময়মনসিংহ)
৭) তেজগাঁও মজলিস

লাজনার বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশ লাজনা এমাউল্লাহর সব স্থানীয় শাখা সমূহের প্রতি আবেদন জানানো যাইতেছে যে লাজনার পাশাপাশি 'নাসেরাতুল আহমদীয়া" সংগঠনকেও তাঁহারা যেন জোরদান এবং নিয়মিত করেন। 'নাসেরাত' হযরত খলিফাতুল মসিহ সানী (রাঃ) দ্বারা প্রতিষ্ঠিত লাজনার পাশাপাশি ৭ হইতে ১৫/১৬ বৎসর বয়সের মেয়েদের একটি পৃথক সংগঠন। নাসরাতের সুষ্ঠ সংগঠন এবং প্রকৃত শিক্ষার ভেতরই লাজনার ভবিষ্যৎ সাফল্য নিহিত রহিয়াছে। সুতরাং সকল স্থানীয় লাজনার ভারপ্রাপ্ত বোনদের প্রতি নিবেদন এই যে নিজ নিজ এলাকার 'নাসেরাত'কে সুসংগঠিত ও সুশিক্ষিত করিয়া গড়িয়া তুলুন এবং বৎসরে চারবার অর্থাৎ তিন মাস পর পর নিজেদের কার্যক্রম এবং অগ্রগতির পূর্ণ বিবরণ 'ঢাকা লাজনা কেন্দ্রে' প্রেরণ করুন। প্রত্যেক স্থানীয় লাজনা নিজ নিজ এলাকার 'নাসেরাতের' জন্য একজন ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারী নিযুক্ত করিবেন এবং সেক্রেটারী সাহেবার তত্ত্বাবধানে নাসেরাতের সব কার্যক্রম পরিচালিত হইবে।

বোনদের আরও স্বরণ করানো যাইতেছে যে, 'ওয়াকফে-জাদীদ'-এর চাঁদা একটি আবশ্যকীয় চাঁদা। ইহা প্রত্যেক নাসেরাতের নিকট হইতে কমের পক্ষে ০'৫০ (পঞ্চাশ পয়সা।) প্রতিমাসে আদায় করিবেন এবং বছরে চার বার নাসেরাতের রিপোর্টের সাথে আদায় কৃতচাঁদাও ঢাকা কেন্দ্রে প্রেরণ করিবেন।

নাসেরাতের তালীম ও তারবিয়াত-এর বিষয় সমুহের মধ্যে প্রত্যেক 'নাসেরাত"-কে শুদ্ধভাবে কোরআন পাঠ শিক্ষা দানের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিবেন। অতঃপর সুরা বাকারার প্রথম ১৭ আয়াত অর্থ সহ প্রত্যেক নাসেরাকে অবশ্যই মুখস্ত করাইতে হইবে। ইহা ছাড়া ছোট ছোট হাদিস যত অধিক সংখ্যায় সম্ভব অর্থসহ শিক্ষা দেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। বিশেষ বিশেষ সময় পাঠ করিতে হয় এমন কিছু কিছু জরুরী দোওয়া শিখানো এবং হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর এবং জামাতের অন্যান্য ছোট ছোট তালিমী পুস্তক হইতে পাঠ দান প্রয়োজন।

আশা করি, বোনেরা উপরে উল্লিখিত বিষয় সমুহের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ পূর্বক নিজেদের এলাকার নাসেরাতের কর্ম ও শিক্ষাসূচী প্রণয়ন ও কার্যকর করিবেন।

আল্লাহতায়ালা আপনাদের সহায় হউন। আমীন—

ওয়াস্‌সালাম,

মিসেস বুশরা হক

ভারপ্রাপ্ত, নাসেরাতুল আহমদীয়া,

বাংলাদেশ লাজনা এমাউল্লাহ্, ঢাকা।

আহ্‌মদীয়া জামাতের

ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ুস সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌তায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত, তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন শুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোট কথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অথবা সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহলে সুন্নত জামাতের সর্ববাদী-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কেয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"

অর্থাৎ, সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ্, পৃঃ ৮৬ ৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Mollah, at Ahmadiyya Art Press,
for the proprietors, Bangladesh Anjuman-e-Ahmadiyya,
4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 283635
Editor : A H Muhammad Ali Anwor